মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

আগস্ট ২০২৫
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩২
সফর-রবিউল আউয়াল ১৪৪৭
বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ১১

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন
‘দ্বীনের পথে ক্ষুধা-দারিদ্রের পরীক্ষা’
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫
দারসুল হাদীস ॥ ১৫
চিন্তাধারা
রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ইসলাম
ড. ইউসুফ আল কারযাভী ॥ ২৪
মতামত
বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব
আবুল আসাদ ॥ ৩১
চিন্তাধারা
আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব
ড. আহমদ আলী ॥ ৩৭
যেসব কাজ লা‘নত বা অভিশাপের কারণ হয়
প্রফেসর আর. কে. সাব্বির আহমদ ॥ ৪৪
আন্তর্জাতিক
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ ॥ মীযানুল করিম ॥ ৫১
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৯

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

* প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
* সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
* এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
* কোনো জামানত রাখতে হয় না।
* অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
* যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
* অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
* ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
* ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
* বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
* ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
* মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
* আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
* আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

* গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা)-এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়। অথবা-
* ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
* পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন জরুরী

মানুষের নৈতিক চরিত্র এখন একেবারেই বিধ্বস্ত। যুব সমাজের চরিত্র চরম অধ:পতিত। নৈতিক চরিত্রের অবনতির কারণে সমাজেও নানাবিধ বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ছে, বিঘ্নিত হচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। এর ফলে সমাজে অন্যায় অনাচার ও দুর্নীতি বেড়ে চলছে, জান-মাল ও ইজ্জত আব্রুও হয়ে পড়ছে অনিরাপদ। নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে, মানুষেরা গুম-খুনের শিকার হচ্ছে। ঘুষ, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের অর্থ লুটে নেওয়া হচ্ছে। নৈতিকতা বিবর্জিত একশ্রেণীর মানুষ নরপিশাচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বা অন্য কোনো কারণে চরম পৈশাচিকতার পরিচয় দিচ্ছে এবং নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতার সাথে নির্মমভাবে মানুষ খুন করছে। ক্ষেত্রবিশেষে নারীদের ধর্ষণ করছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা দুনিয়াব্যাপী তুলপাড় সৃষ্টি করেছে। কোনো কোনো ঘটনা এতটাই নিষ্ঠুর যে, জাহিলী যুগেও সেটির নজির পাওয়া দুস্কর।

প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ এতটা উশৃংখল ও নিষ্ঠুর হচ্ছে কি কারণে?

এর মূল কারণ হলো ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। বস্তুবাদী ধ্যান ধারণার একশ্রেণীর মানুষ এ অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। তারা নানা অপপ্রচার ও অপকৌশলে এ মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছে। তাছাড়া ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ তৈরীর ক্ষেত্রগুলোও দুর্বল হয়ে পড়েছে। পরিবার হলো এর প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র। এখান থেকেই মানুষ সর্বপ্রথম মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আদর্শিক ধ্যান-ধারণা, শ্রদ্ধা ও স্নেহবোধ, পারস্পরিক মায়া-মমতা, ধর্মীয় আচার প্রভৃতি শেখে। কিন্তু বর্তমানে পরিবারগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে ভালো ভালো ঘরের ছেলে-মেয়েরাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর আরেকটি কারণ হলো সামাজিক অনুশাসনের অনুপস্থিতি। আগের দিনে কিশোর তরুণরা অন্যায় করলে মুরুব্বীরা শাসন করে তা শুধরে দিত। কিন্তু বর্তমানে মুরুব্বিদের শাসনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। কোন মানুষ অন্য কারো সন্তানকে শাসন করলে তার পরিবার তার প্রতি চড়াও হয়। ফলে কেউ আর এ ধরনের শাসন করতে সাহস পায় না। তরুণ যুবকদের নষ্ট হওয়ার এটিও একটি কারণ। এরপর রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শিখার তেমন কোন সুযোগ নেই। যার ফলে শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরাই অধিক উশৃংখলতার পরিচয় দিচ্ছে। অধিকন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ছে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সা) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কোন অন্যায় দেখলে সে যেন হাত (শক্তি) দ্বারা তা প্রতিরোধ করে, তাতে সমর্থ্য না হলে কথার দ্বারা যেন তার প্রতিবাদ করে। আর তাতেও অসমর্থ হলে সে যেন আন্তরিকভাবে তা ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান

করে। বর্তমানে মানুষ চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হতে দেখেও নির্বিকার থাকে। তা প্রতিরোধে কেউ এগিয়ে আসে না। এটাও অপরাধীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

প্রায় দেখা যায়, কোন দুর্বৃত্ত বা দুর্বৃত্তের দল কাউকে আক্রমণ করছে, প্রহার করছে, হত্যা করছে আর লোকেরা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। অনেকেই ছবি তুলে বা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু অপরাধীকে বাধা দিচ্ছে না বা আক্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। এটি খুবই অমানবিক এবং এ ধরনের অপরাধ অবাধে চলতে দেওয়ার মৌন সম্মতি।

এ সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এবং সামাজিক সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে।

এক্ষেত্রে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধিও জরুরী। হাদীছে এসেছে, নাবী (সা) বলেছেন, "মানুষের দেহে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে। তা ঠিক থাকলে পুরো দেহই ঠিক থাকে। আর তা বেঠিক হলে গোটা দেহই বেঠিক হয়ে যায়। জেনে রেখো, তা হলো কল্‌ব্‌ বা আত্মা।" মানুষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছে, তা ঠিক করতে না পারলে মানুষকে ঠিক করা যাবে না। আর মানুষকে ঠিক করা না গেলে সমাজও ঠিক হবে না। এজন্য আত্মার শুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি খুবই জরুরী।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "শপথ মানুষের ও তার সুবিন্যাসের। সেমতে তিনি তাকে অনাচার ও সদাচারের (তাকওয়ার) বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। নিশ্চয় সফল হলো সে ব্যক্তি, যে তা পরিশুদ্ধ করলো। আর ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি, যে তা কলুষিত করলো"। (৯১-সূরা আশ্‌ শাম্‌স্‌: ৭-১০)

মানুষের দেহ ও পোষাক ময়লাযুক্ত হলে সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে তা পরিষ্কার করতে হয়। আর আত্মা পরিষ্কার করতে হয় দ্বীনের শিক্ষা ও তার অনুশীলনের দ্বারা। সুতরাং মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে হলে তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দিতে হবে এবং বাস্তব জীবনে তা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মানুষ যদি সর্বদা আল্লাহকে স্বরণ রাখে ও সর্বক্ষেত্রে তাকে সমীহ্‌ করে কাজ করে, যদি প্রতিটি কাজের জন্য আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে এ অনুভূতি জাগ্রত রাখে, তাহলে সে শুদ্ধ হবে এবং কোনো অন্যায় কাজ করতে পারবে না।

মানুষকে শুদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আর তা হলো রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিটি মুসলিম নর নারীর জন্য (দীনী) জ্ঞান অন্বেষণকে ফরজ বা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, তা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করলেও কোনো লাভ হবে না। কারণ এখন যারা অন্যায়, অনাচার ও দুর্নীতির সাথে জড়িত তারা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থারই ফসল। এজন্য প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের জন্য দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যার মাধ্যমে সকলেই নৈতিক চরিত্র, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আল্লাহ ভীতি ও আখিরাতের চেতনা সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে। ■

দ্বীনের পথে ক্ষুধা-দারিদ্রের পরীক্ষা

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

অনুবাদঃ 'আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন। যারা তাদের কাছে বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী', [আল-বাকারাহ- ২: ১৫৫- ১৫৬]।

নামকরণ, সূরাটির ৬৭ নং আয়াত; {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} উল্লেখিত بَقَرَةً শব্দটিকেই সূরাটির নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ গাভী। যেহেতু এ সূরাটিতে বানূ ইসরাঈলের গাভী সম্পর্কে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরাটি আয্-যাহরা নামেও পরিচিত। সূরা আল-বাকারাহ ও সূরা আলে 'ইমরান দুটো সূরাকেই 'আয-যাহরাওয়াইন' বলা হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ

'তোমরা 'আয-যাহরাওয়াইন', অর্থাৎ সূরা আল-বাকারাহ ও আলে 'ইমরান পাঠ কর', [সাহীহ মুসলিম ১/৫৫৩, নং ৮০৪]।

নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ এটি আল-কুরআনের দীর্ঘ সূরা। সূরাটি হিজরাতের পরে মাদীনায় নাযিল হয়, [তাফসীরুল বাগাভী ১/৫৯]।

মূল বিষয়বস্তুঃ ইসলামের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমান- আকীদা, শারী'আতের নানা বিসয়; সামাজিক, পারিবারিক, আর্থিক, বিচার লেনদেন, কেনা বেচা ইত্যাদি বিষয়।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও তাফসীরঃ মহান আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অনেক করুণাশীল। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে সর্বোচ্চ কৃপা, রহমাত ও পুরস্কার দিয়ে ধৈন্য করতে চান। তবে এ জন্যে তিনি আবার তাদেরকে কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষা করে মানুষসহ সৃষ্টিজগতের

সামনে যৌক্তিক করেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু সেই পরীক্ষা নেবার ঘোষণাই দিয়েছেন।

উল্লেখিত আয়াতে মানুষদেরকে নানাভাবে ও নানা মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। এ কথা স্পষ্ট করে বলার মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া এবং বিপদের পতিত হওয়ার আগেই এ সম্পর্কে ওয়াফিকহাল থাকলে মানষিকভাবে প্রস্তুত থাকে। তখন কোন বিপদ আসলেও ধৈর্যের সাথে সেসব বিপদ– আপদ ও দুঃখ– কষ্ট মোকাবেলা করা সহজতর হয়। কেননা হঠাৎ বিপদ এসে পড়লে মানুষ বেশী অস্থির হয়ে উঠে। অন্যান্য আয়াতেও অনুরূপ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ}

'আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি', [মুহাম্মাদ– ৪৭: ৩১]। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}

'ফলে তারা যা করত সে জন্য আল্লাহ সেটাকে (গ্রামবাসীকে) ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের আস্বাদ গ্রহণ করালেন', [আন্– নাহল– ১৬: ১১২]। এ আয়াতে উল্লেখিত 'লিবাস' শব্দটি পোশাক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে এর অর্থ পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়ে যে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, ক্ষুধা ও ভীতিত তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে, [আশ্– শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ৩/২৩৮]।

মহান আল্লাহ এ আয়াতে সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন। তাই তাদের সবার দুনিয়ার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। তাদের মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। দুঃখ– কষ্টসহ অনেক ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন মানুষকে হতে হবে। সেক্ষেত্রে যারা ধৈর্যের সাথে অপ্রত্যাশিত এসব পরীক্ষা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশাল পুরস্কারের অধিকারী হবে। এসব পরীক্ষায় যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবে তারা ততটুকু বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে। মূলতঃ মানুষের ঈমান অনুসারেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করেন।

ঈমান ও দীনের পথের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া, বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়া এবং সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এ ছাড়া ঈমানের দাবী নিছক দাবীই থেকে যায় ও ঈমানের অর্থহীন প্রকাশ হয় মাত্র। সে পরীক্ষা, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি, ভয়– ভীতি, আরাম– আয়েশ থেকে বঞ্চিত হওয়া, ক্ষুধা–দারিদ্র, অভাব– অনটন এবং সীমাহীন বিপদ– আপদ আর কঠিন বিপর্যয়ের। মহান আল্লাহ সেসব পরীক্ষার কথা অন্যান্য আয়াতেও তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}

'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ– সংকট ও দুঃখ ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত–কম্পিত হয়েছিল', [আলবাকারাহ– ২: ২১৪]। আল্লাহ সুবহানাহু আর বলেন,

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}

'মানুষরা মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আর আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী', [আল'আনকাবূত– ২৯: ২- ৩]। অর্থাৎ আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষদের সামনে সত্য আর মিথ্যা প্রকাশ করে দেবেন। অন্যথায় সবকিছু জন্মের পূর্বেই আল্লাহর জানা আছে। একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

'সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা, বিপদাপদ– বালা মুসীবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক', [মুসনাদ আহমাদ ٤٥/١٠, নং ২৭০৭৯, হাসান হাদীস, কারো মতে সাহীহ লিগাইরিহী]।। অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তাই বলে আল্লাহর কাছে যেন কেউ পরীক্ষা ও বিপদাপদ কামনা না করে। বরং সর্বদা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করে। এটাই মু'মিনদের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন যে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، فَقَالَ: سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ.

'হে আল্লাহ! আমাকে সবরের শক্তি দান কর। তখন তিনি বললেন, তুমি বিপদ কামনা করেছ, সুতরাং তুমি নিরাপত্তা চাও', [মুসনাদ আহমাদ ৫/٤٢٨, ৩৫২৭, হাদীসটি হাসান]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম বলেন,

لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ

'মু'মিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, কিভাবে নিজেকে অপমানিত করে? রাসূল বললেন, এমন কোন বালা– মুসিবতের সম্মুখীন হয় যা

সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই', [সুনানুত তিরমিযী ৪/৯৩, নং ২২৫৪, সুনান ইবন মাজাহ ২/১৩৩২, নং ৪০১৬, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

মহান আল্লাহর বাণী, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 'আর আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন। 'সবর' অর্থ হচ্ছে, ক্ষোভ দেখানোর ক্ষমতা থাকার সত্বেও অন্তরে ধৈর্য ধারণ করা। সবর অর্থ হচ্ছে অভিযোগ করা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা। সবর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ক্রোধের শিকার হতে হয় এমন অপকর্ম থেকে নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা। সুতরাং সবরকারী কোন প্রকার দুঃখ- কষ্ট, মুসিবত ও পরীক্ষায় ক্ষুব্ধ হয় না, হৃদয়- মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে না। তাই সবর অনেক বড় মাপের একটি গুণ। এর অনেক বড় প্রতিদান রয়েছে, যেমন: (১) সবরকারীদের সাথে আল্লাহ আছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}

"আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন', [আল- আনফাল- ৮: ৪৬]। (২) সবরকারীকে হিসাব ও সীমা ছাড়া প্রতিদান দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}

'নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে', [আয- যুমার- ৩৯: ১০]। (৩) সবরকারীর পাপ ক্ষমা করা হয় এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হয়। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا يَزَالُ البَلاَءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

'মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী জীবনে তার সন্তানাদি এবং তার সম্পদে বিপদ- মুসিবত লেগেই থাকে। এ অবস্থাতেই সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে অথচ তার কোন গোনাহই অবশিষ্ট থাকবে না', [সুনানুত তিরমিযী ৪/১৮০, নং ২৩৯৯, আত- তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সাহীহ বলেছেন]।

আল্লাহ সুবাহনাহুর বণী, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 'যারা তাদের কাছে বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী'। আয়াতের এ অংশে সবরকারীদের বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' বলে। এর দ্বারা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দু'আটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি এ বাক্যের অর্থের প্রতি যথার্থ লক্ষ্য রেখে তা পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তি লাভ করা যায় এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়। দু'আটির অর্থ হচ্ছে, 'নিশ্চয় তোমরা তো আল্লাহরই। আর আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব'। সুতরাং মহান করুণাময় আল্লাহ যদি আমাদের কোন কষ্ট দেন তবে তাতে কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে।

তার উদ্দেশ্যকে সম্মান করতে পারা একটি মহৎ কাজ। আর এটাই হচ্ছে, সবর। সুহাইব ((রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

'মু'মিন ব্যক্তির কার্যক্রম বিস্ময়কর! তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া আর কারো জন্য এমনটি হয় না। যদি তার কোন খুশীর বিষয় সংঘটিত হয়, তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণের হয়। আর যদি তার কোন ক্ষতিকর কিছু ঘটে যায়, তবে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়', [সাহীহ মুসলিম ৪/২২৯৫, নং ২৯৯৯]। উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালামকে বলতে শুনেছি যে,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

'যে কেউ বিপদ– মুসিবতে পড়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' বলে, এবং বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে এ মুসিবত থেকে নাজাত দিন এবং এর থেকে উত্তম বস্তু ফিরিয়ে দিন' অবশ্যই আল্লাহ তাকে উত্তম কিছু ফিরিয়ে দিবেন', [সাহীহ মুসলিম ২/৬৩১, নং ৯১৮]।

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তারা এসব পরীক্ষায় দুর্বল হননি, ভেঙ্গে পড়েননি, নিস্তেজ ও নিথর হননি। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে প্রত্যয়ন করে বলেন,

{وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}

'আর অনেক নবী ছিলেন, তাদের সাথে বিরাট সংখ্যক (ঈমান ও 'আমলে সুদৃঢ়) লোক যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন', [আল'ইমরান– ৩: ১৪৬]।

আল্লাহর দীন ইসলামের উপরে সুদৃঢ় ও অবিচল থাকতে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ দীন আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার কাজে সাহাবায়ে কিরামের বিশাল ত্যাগ ও কুরবানী রয়েছে। এই পথে তাদের অনেকে দুঃখ– কষ্ট, অভাব– অনটন, ক্ষুধা– দারিদ্র, বস্ত্র ও গৃহহীন অবস্থার করুন শিকারে পরিণত হয়েছেন। সবকিছু তারা হাসিমুখে ও পরিতৃপ্তির সাথে বরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ ছিলেন তাদেরই প্রিয়, বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন ও ভালোবাসার মানুষ, মানবতার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে দিন অতিবাহিত করতেন, সাথী সাহাবীদের সাথে কথা বলতেন, তাদেরকে দীন শিক্ষা

দিতেন। অথচ তিনি চাইলে দুনিয়া ও এর যাবতীয় ভোগ-বিলাস ও জৌলুস তার পদদলিত হত, তিনি চাইলে উহুদ পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হত। সাহাবী জাবির (রা) বলেন,

খন্দক যুদ্ধের দিন বাঙ্কার খননের সময় ক্ষুধার তাড়নায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি পেটে পাথর বাঁধা অবস্থায় দেখেছি। তার সাথে অনেক মুহাজির ও আনসার সাহাবীও ক্ষুধার্ত ছিলেন। আমি সহ্য করতে না পেরে বাড়িতে ছুটে এসে স্ত্রীর কাছে খাবারের কি আছে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, কিছু আটা আর ছোট একটি ছাগল। সেটি জবাই করে আটা দিয়ে রুটি তৈরীর কথা বলে রাসূলকে দা'ওয়াত দিলাম যে, আপনি আর দু' একজনকে সাথে নিয়ে আমার বাড়িতে আসুন। তিনি সকল সাহাবীকেই খাওয়ার দা'ওয়াত দিয়ে সাথে করে নিয়ে আসলেন এবং ঐ সামান্য খাবার নিজ হাতে সকলকে খাওয়ালেন। তারপরও খাবার অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহর নাবী আমার স্ত্রীকে বললেন,

كُلِي هَذَا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ

তুমিও খাও এবং অন্যদেরকে হাদিয়া দাও; কেননা লোকদেরকে ক্ষুধা পেয়ে বসেছে', [সাহীহুল বুখারী ৫/১০৮, নং ৪১০১]। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلاَلٍ.

'আল্লাহর পথে আমাকে যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আর আল্লাহর পথে আমাকে যে ভয়- ভীতি দেখানো হয়েছে, তা আর কাউকে দেখানো হয়নি। আমার সামনে তিন দিন ও তিন রাত অতিবাহিত হয়েছে আমার জন্য ও বিলালের জন্য কোন প্রাণী খেতে পারে এমন কোন খাদ্য বস্তুও ছিল না। তবে বিলাল তার বগলের নিচে যৎসামান্য যা লুকিয়ে রাখতো তাছাড়া', [আত্তিরমিযী, ৪/২২৬, নং ২৪৭২, মুসনাদ আহমাদ ১৯/২৪৫, নং ১২২১২, ও ইবন মাজাহ, ১/৫৪, নং ১৫১, আলবানীসহ অনেকে হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]। 'আয়িশা (রা) তার ভাগ্নে 'উরওয়াহকে বলেন, হে আমার বোনের ছেলে!

إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ، ثُمَّ الهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ، فَقُلْتُ يَا خَالَةُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ

'আমরা এক এক করে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ উঠতে দেখতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরগুলোর উনুনে কোন আগুন জ্বলতো না। 'উরওয়াহ বলেন, আমি বললাম, খালা! তিনি আপনাদের কি খেতে দিতেন? তিনি বলেন, খেজুর আর পানি', [সাহীহুল বুখারী ৩/১৫৩, নং ২৫৬৭, সাহীহ মুসলিম ৪/২২৮৩, নং ২৯৭২]। আবু হুরাইরা (রা) বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَا بِي إِلَّا الجُوعُ

'আমি কখনো জ্ঞানহারা হয়ে যেতাম। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বার ও 'আয়িশা (রা) এর হুজরার মাঝখানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। পথিকেরা আমাকে পাগল ভেবে আমার ঘাড়ের উপর পা ফেলত। বস্তুতঃ আমি পাগল ছিলাম না। ক্ষুধার তাড়নায় আমি এমন অবস্থায় পড়ে থাকতাম', [সাহীহুল বুখারী ৯/১০৪, নং ৭৩২৪]। আবু হুরাইরা (রা) আর বলেন,

وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا العُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا

অভাবী ও ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা) সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ ছিলেন। তিনি তার বাড়িতে যাই খাবার পেতেন তা নিয়ে আমাদের কাছে আসতেন এবং আমাদেরকে খাওয়াতেন। এমনকি তিনি তার বাড়িতে খাওয়ার মত কিছু না থাকলেও ঘি রাখার চামড়ার তৈরী খালি পাত্রটি নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হতেন, যেখানে খাবার মত কিছুই থাকতো না। তখন আমরা পাত্রটি চিড়ে ফেলতাম এবং তার গায়ের সাথে যা লেগে থাকতো তা চেটে চেটে খেতাম', [সাহীহুল বুখারী ৫/১৯, নং ৩৭০৮]।

বিশিষ্ট সাহাবী সা'দ (রা) বলেন,

إِنِّي لَأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ البَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ

'আরবদের মধ্যে আমিই প্রথম, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আর আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন অবস্থায়ও যুদ্ধ করেছি যে, গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন খাদ্য থাকতো না। এমনকি আমাদের কোন ব্যক্তি যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরণ করতো তখন উট বা ছাগলের ন্যায় পায়খানা করত যা অতিরিক্ত শুকনা হওয়ার কারণে এক অংশের সাথে অন্য অংশের মিশ্রন হতো না বরং পৃথক পৃথক বের হত', [সাহীহুল বুখারী ৫/২২, নং ৩৭২৮]।

মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তার হাতে বাই'য়াত গ্রহণ করেন। প্রাচুর্যের অধিকারী তার মা তাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করল। অথচ একটু আগে তিনিই ছিলেন মাক্কার যুব সমাজের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সুদর্শন, বিলাসী ও সৌখিন এক যুবক। সেই মুস'আব (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে হাজির হলেন। তার পরিধানে দু'টি ছেঁড়া কাপড় ছিল। তিনি একটি কাপড় পরিধান করেছিলেন, কিন্তু তাতে তার শরীরের

বিভিন্ন অংশ প্রকাশ পাওয়ায় তা ঢাকার জন্য অপর কাপড়টিও তার উপর দিয়ে পরিধান করেন। যাতে তার ছেঁড়া জায়গাগুলো দ্বিতীয় কাপড় দ্বারা আবৃত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এমন জীর্ণ অবস্থায় দেখে কেঁদে কেঁদে বললেন, এই যুবকটিকে আমি মাক্কার রাস্তা– ঘাটে দেখেছি, তার মত সৌখিন আর বিলাস প্রিয় আর কোন যুবককে দেখিনি। অপরদিকে আহলুস্ সুফ্‌ফা ও হত দরিদ্র অভাবী সাহাবীগণ (রা) মাসজিদে নাববীতে এসে আশ্রয় নিতেন। যাদের ধন–সম্পত্তি, বাড়ি– ঘর, পরিবার– পরিজন কেউ ছিল না। তারা কিভাবে দিনাতিপাত করতেন, তাদের অভাবের মাত্রা কোন পর্যায়ের ছিল, তা কেবল মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবাহানাহুই ভাল জানতেন!! আবু হুরাইরা (রা) বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ

'আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি যাদের কারও কোনো চাদর ছিল না। কারও হয়তো একটি লুঙ্গি এবং কারও একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোরটা হয়তো তার পায়ের গীরা পর্যন্ত পৌছাত; কারোরটা আবার হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন',[সাহীহুল বুখারি ১/৯৬, নং ৪৪২]।

এ ভাবে আল্লাহর রাসূল স্বয়ং এবং তার নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর দীন ও তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ক্ষুধা– দারিদ্র, অভাব– অনটন, দুঃখ– দুর্দশাকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তাদের ত্যাগ– তিতিক্ষা ও কুরবানীর বদৌলতে দয়াময় মহান আল্লাহ তার দীনকে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিজয়ী দীন হিসেবে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে দীনকে বিজয়ী ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা রাখা ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য উম্মাতকে সার্বিক ও সর্বাত্মক ত্যাগ– কুরবানী নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সমীপে পেশ করতে হবে। আল্লাহর পথে যে কোন ত্যাগ ও কষ্টকে করুণাময় আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন না। তিনি প্রতিটি কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান ও পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

'মাদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে রয়ে যাবে এবং তার জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে; কারণ আল্লাহর পথে তাদেরকে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা পেয়ে বসে এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে তাদের এমন প্রতিটি পদক্ষেপ আর শত্রুদেরকে কোন কষ্ট প্রদান করে, তা তাদের জন্য সৎকাজরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের কাজের প্রতিফল নষ্ট করেন না। আর তারা ছোট বা বড় যা কিছুই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ তার উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন', [আততাওবাহ– ৯: ১২০– ১২১]।

মহান করুণাময় আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সাহাবায়ে কিরামের মত আল্লাহর দীনের পথে এবং দীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিষ্ঠাপূর্ণ কর্ম, ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করার হিম্মাত ও শক্তি আমাদেরকেও দান করুন।

শিক্ষাসমূহ:

এক. আল্লাহ তা'আলার সুন্নাহ হচ্ছে তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষকে যাচাই বাছাই করেন দুনিয়াবাসীর কাছে প্রমাণ করেন এ মানুষগুলো ভাল, তাই তারা পুরস্কারের উপযুক্ত আর এরা অনুগত নয়, তাই তারা শাস্তির উপযুক্ত। অতএব প্রত্যেক মানুষের উচিত সব ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করা।

দুই. পরীক্ষা নানাভাবে হতে পারে, যেমন; সুখ–স্বচ্ছন্দ, আরাম– আয়েশ দিয়ে, দুঃখ– কষ্ট, রোগ– ব্যাধি, জান– মালের ক্ষয়ক্ষতি, অপমান, উপহাস, নির্যাতন– নিপীড়ণের শিকার ইত্যাদি। তাই সুখে ও প্রভাব নিয়ে থাকার অর্থ এটা নয় যে, তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়েছেন। মনে রাখতে হবে এটাও পরীক্ষা যে, বান্দা কৃতজ্ঞ হয় কিনা?

তিন. মু'মিনদের নিজেদেরকে সর্বাবস্থায় ভাগ্যবান মনে করা উচিত। তারা সুখে থাকলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আর দুঃখে থাকলে ধৈর্য ধারণ করবে। আর এ সবটাই তার জন্য কল্যাণকর।

চার. মুসিবতের মুখোমুখি হলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পাঠ করা সকল মু'মিনের উচিত।

পাঁচ. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তণ করা মু'মিনদের জন্য বঞ্ছনীয়।

মহান করুণাময় আল্লাহ আমাদেরকে এ শিক্ষাগুলো কার্যকর করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!!

প্রফেরস শাইখ ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

১৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

তিনটি নাজাতদানকারী ও তিনটি ধ্বংসকারী বিষয়

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ :فَتَقْوَى اللهِ فِى السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرِّضٰى وَالسُّخْطِ وَالْقَصْدُ فِى الْغِنٰى وَالْفَقْرِ .وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ :فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه وَهِىَ أَشَدُّهُنَّ .

অনুবাদ ঃ "আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস নাজাতদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। নাজাতদান-কারী জিনিসগুলো হল : প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা, সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা, ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী জিনিসগুলো হল : প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, কৃপণতার অনুবর্তী হওয়া, কোন ব্যক্তি নিজেকে নিজে সম্মানিত মনে করা। আর এটিই এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ স্বভাব।[১]

ব্যাখ্যা : হাদীছটিতে মুক্তিদানকারী ও ধ্বংস সাধনকারী বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ ও বর্জন করে মুক্তিলাভ করতে ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

মুক্তিদানকারী বিষয়াবলীর মধ্যে প্রথমটি হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। এটি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় অন্যায় বর্জন করে সততার পথে চলতে বাধ্য করে। যার মনে আল্লাহর ভয় রয়েছে, সে নিজে নিজেই সকল অন্যায় থেকে বিরত থাকে। তার জন্য আইন, শাস্তি বা পুলিশি নজরদারীর কোনো প্রয়োজন হয় না। ইসলামের সোনালী যুগের লোকদের মধ্যে আল্লাহভীতি ছিল বলেই মানুষের মধ্য হতে অন্যায় প্রবণতা লোপ পেয়েছিল। ফলে বছরের পর বছর বিচারালয়ে কোনো মোকদ্দমাই দায়ের হতো না। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় না থাকার কারণে, আইন, বিচার, পুলিশি পাহারা, দুর্নীতি দমন কমিশন কোনো কিছু দিয়েই মানুষকে দুর্নীতি ও অন্যায় থেকে বিরত রাখা যাচ্ছেনা। বরং বহু ক্ষেত্রে

১. বায়হাকী শু'আবুল ঈমান, হাদীছ নং-৬৮৬৫

যাদেরকে দুর্নীতি দমন ও অপরাধ প্রতিরোধের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে, তারা নিজেরাই দুর্নীতি ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এজন্য মানুষের মনে আল্লাহভীতি তৈরি করা ছাড়া দুর্নীতি ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব নয়। এ জন্য সমাজ ও ব্যক্তিকে অন্যায়, দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে হলে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।

তাকওয়ার প্রভাব

১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্যায়-অনাচার ও সংকট থেকে মুক্তি দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য সংকট উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন।'[২]

২. তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য আল্লাহ জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন এবং অভাব-অনটন দূর করে বরকত দান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'আর তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দান করেন, যার সে ধারণাও করেনা।'[৩]

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'যদি লোকালয়ের অধিবাসীরা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আকাশ ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দেব।'[৪]

৩. আল্লাহ তাদের কাজকে সহজ করে দেন। ফলে তারা কাঠিন্য ও সমস্যা থেকে মুক্ত থাকে।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।'[৫]

৪. তাকে ভুল ত্রুটি থেকে মুক্ত করেন এবং তার কাজের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرً

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার থেকে তার মন্দসমূহ দূর করে দেন এবং তার জন্য পুরস্কারকে বড় করে দেন।'[৬]

৫. তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ আখিরাতেও মুক্তি দেবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২. ৬৫, সূরা আত্ তালাক, আয়াত-২
৩. ৬৫, সূরা আত তালাক, আয়াত-২
৪. ৭, সূরা আল আ'রাফ : ৯৬
৫. ৬৫, সূরা আত তালাক, আয়াত-৪
৬. ৬৫, সূরা আত তালাক, আয়াত-৫

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

'নিশ্চয় মুক্তাকীদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে নি'আমতে পূর্ণ জান্নাত।'[৭]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ.

'আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, কোন্ জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্র। আর কোন্ জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে, সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মুখ এবং যৌনাঙ্গ।'[৮]

সত্য কথা বলা

এ হাদীছে মানুষকে সর্বদা সত্য কথা বলতে বলা হয়েছে এবং কোনো অবস্থাতেই যেন সত্য থেকে বিচ্যুতি না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষ সাধারণতঃ ভীতি বা লোভ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তি হয়ে সত্য গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এজন্য হাদীছে সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতেই সত্য কথা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তুমি যার প্রতি সন্তুষ্ট তার ব্যাপারেও সত্য বলবে এবং যার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট তার ব্যাপারেও সত্য বলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করোনা এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।'[৯]

এমনকি নিকটাত্মীয় হলেও সেক্ষেত্রেও সত্য এবং সঠিক কথাই বলতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى .

'আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায় কথা বলবে, যদিও তা নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে হোক।'[১০]

এজন্য কথা বলার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক হতে হবে এবং সত্য, সঠিক ও ন্যায় কথা ব্যতীত অন্য কোনো কথা বলা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।"[১১]

---

৭. ৬৮, সূরা আল কালাম : ৩৪)
৮. তিরমিযি, আবওয়াবুল বিররি, ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফী হুসনিল খুলক, হাদীছ নং-২০০৪
৯. ২, সূরা আল বাকারা : আয়াত ৪২
১০. ৬, সূরা আল আন'আম : ১৫২
১১. ৪, সূরা আন নিসা : ৯

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।'[১২]

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন, যাতে তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সদা-সর্বদা সত্য ন্যায় ও সঠিক কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।'[১৩]

সর্বাবস্থায় হক ও ন্যায় কথা বলা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এমনকি ন্যায় ও হক কথা বলার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হলেও তা থেকে বিরত থাকা যাবে না। মানুষের ভয়ে হক বলা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহর রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمُ اتِّقَاءُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ

'মানুষের ভয় যেন কোন ব্যক্তিকে সত্য কথা বলা থেকে বিরত না রাখে, যখন সে তা (সত্যকে) দেখবে অথবা তার সাক্ষ্য দেবে।'[১৪]

মানুষের ভয়ে হক কথা বলা থেকে বিরত থাকলে তাকে আখিরাতে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ , لَا يَقُومُ بِهِ , فَيَلْقَى اللهَ فَيَقُولَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا "؟ قَالَ: قَالَ: يَا رَبِّ , إِنِّي خَشِيتُ النَّاسَ , قَالَ: قَالَ: " إِيَّايَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى

'আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন না করে। সে আল্লাহর এমন বিষয় দেখবে আর তা হলো, যে বিষয়ে তার জন্য কিছু বলা (সত্য কথা বলা) আবশ্যক, অথচ সে তথায় সত্য কথা বলল না। অত:পর (কিয়ামাতের দিন) সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে বলবেন, ঐ দিনে (সত্য কথা) বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। সে বলবে, হে আল্লাহ আমি মানুষকে ভয় করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, একমাত্র আমাকে ভয় করাই তোমার উচিৎ ছিল।'[১৫]

জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলাকে হাদীছে সর্বোত্তম জিহাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা

---

১২. ৩৩, সূরা আল আহযাব : ৭০
১৩. বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীছ নং : ৬০১৮
১৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১১৫৮৭।
১৫. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ২০১৮৪

হয়েছে। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের পর সূর্যের আলো পরিবর্তিত হওয়া পর্যন্ত আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন,

...أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"সাবধান! কোন ব্যক্তিকে লোকদের ভয় যেন সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে। জেনে রেখো, সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"[১৬]

সত্য মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে এবং আখিরাতে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করে এবং পরিণামে জাহান্নামে প্রবেশ করায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا .وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

"'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর কায়িম থেকে অবশেষে সিদ্দীক এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মিথ্যাচারী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।"[১৭]

সুতরাং আখিরাতে নাজাত পেতে হলে সত্য কথা বলতে হবে এবং সত্য, সততা ও ন্যায়ের উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে।

স্বচ্ছল অস্বচ্ছল উভয় অবস্থায় মিত্যব্যয়ী হওয়া : ধনী অবস্থায় যত্র-তত্র বেহিসেবী ব্যয় করলে সম্পদ ফুরিয়ে গিয়ে সংকটে নিপতিত হতে হবে। অপর দিকে কার্পণ্য মানুষকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। এজন্য সকল অবস্থায় অপচয়-অপব্যয় যেমন বর্জন করতে হবে, তেমনি কৃপণতা থেকেও মুক্ত হতে হবে। তাহলেই দুনিয়ার সংকট ও আখিরাতের শাস্তি থেকে নাজাত মিলবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

'আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না (কৃপণতা করো না) এবং তা এমনভাবে সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না (সব কিছু দান করো না), যাতে

১৬. আহমাদ, হাদীস নং ১১১৪৩।
১৭. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাবু কাউলিল্লাহ তা'আলা ইয়া আয়্যুহাল লাজিনা আমানু কুনু মা'আস সাদিকীন, হাদিছ নং-৬০৯৪

পরিণামে তোমাকে তিরস্কৃত এবং অবসন্ন অবস্থায় বসে পড়তে হয়।'[১৮]

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

'এবং তারা যখন অর্থ ব্যয় করে তখন অপব্যয়ও করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখে।'[১৯]

ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ

১. প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া : এ ধরনের লোকেরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং পরকালেও শাস্তির সম্মুখীন হবে। সুতরাং প্রবৃত্তির অনুসরণ দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই ধ্বংসকারী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِهُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশ উপেক্ষা করে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার তুলনায় অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয় আল্লাহ স্বৈরাচারী যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'[২০]

পক্ষান্তরে যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকে তাদের জন্য রয়েছে নাজাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.

'আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে হাজির হওয়ার ভয়ে ভীত থেকেছে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির লালসা থেকে বিরত রেখেছে, নি:সন্দেহে জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।'[২১]

এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

'সাদ্দাদ ইবন আউস (রা.) সূত্রে নাবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য 'আমল করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে তার নফসকে প্রবৃত্তির অনুসারী করে আর আল্লাহর নিকট কামনা করে।'[২২]

২. কৃপণতার অনুসরণ করা : কৃপণ ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় স্থানেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সে দুনিয়াতে কৃপণরূপ মন্দ নামে তিরস্কৃত হবে। সম্পদ উপার্জন ও তা সঞ্চয়ের পিছনে পেরেশান থাকবে। তার মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা এমনভাবে জেঁকে

---

১৮. ১৭, সূরা বানী ইসরাইল, আয়াত-২৯
১৯. ২৫, সূরা আল ফুরকান : আয়াত-৬৭
২০. ২৮, সূরা আলা কাসাস : আয়াত-৫০
২১. ৭৯, সূরা আন নাযি'আত : আয়াত-৪০-৪১
২২. তিরমিযি, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়ার রাকাইকি ওয়াল ওয়ারা', বাব : ২০, হাদীছ নং-২৪৫৯

বসে যে, সে তার সম্পদ না নিজের কল্যাণে ও সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য ব্যয় করে, আর না সমাজ বা মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় করে। সে সম্পদের পিছনে অষ্ট প্রহর লেগে থেকে তিলে তিলে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। আর আখিরাতে সে সম্মুখীন হবে কঠিন শাস্তির। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ – وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ – فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

'আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করেছে এবং (আল্লাহ থেকে) বেপরোয়া হয়ে গেছে, এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তার জন্য আমি কাঠিন্যতাকে সুগম করে দেব।'[২৩]

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে (মানুষকে) যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেনো ধারণা না করে যে, এই কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অচিরেই কিয়ামতের দিন তাদের কার্পণ্য তাদের গলার জিঞ্জির হবে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহর। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।'[২৪] হাদীছে এসেছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ»

'আবু হুরাইরা (রা) সূত্রে নাবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে, জান্নাতের নিকটে, মানুষের নিকটে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, লোকদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে অবস্থান করে। আর মুর্খ দানশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট কৃপণ 'ইবাদাতকারীর চেয়ে প্রিয়।'[২৫] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ»

'আবু বাকর আস্ সিদ্দিক (রা) সূত্রে নাবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রতারক, কৃপণ ও দান করে খোটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।'[২৬]

---

২৩. ৯২, সূরা আল লাইল : আয়াত-৮-১০
২৪. ৩ সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮০
২৫. তিরমিযি, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফিস্ সাখা, হাদীছ নং-১৯৬১
২৬. তিরমিযি, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফিল বুখলি, হাদীছ নং-১৯৬৩

সুতরাং কৃপণতা থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া কোনো মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

'যাদেরকে অন্তরের স্বভাবগত কৃপণতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।'[২৭]

৩. আত্মপ্রীতি : আত্মপ্রীতি একটি মারাত্মক অসদগুণ। এটি মানুষকে অহংকারী বানায় ও অন্যের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শেখায়। এ ধরনের লোক সর্বদা নিজেকে প্রাধান্য দেয় এবং অন্যকে কোনো গুরুত্ব দিতে চায় না। হাদীছে ধ্বংসকারী অসদগুণাবলীর মধ্যে এটিকে সবচেয়ে মারাত্মক অসদগুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের লোক দুনিয়াতে ঘৃনিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। আল্লাহও এ ধরনের লোকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীর বুকে দম্ভভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'[২৮] হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ عُمَرُ قال وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ:يا أَيُّهَا النَّاسُ، تَوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ.

'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। সে নিজেকে নিজে ছোট মনে করে, কিন্তু মানুষের চোখে সে খুবই মহান ও সম্মানিত হয়। যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট ও অপাংক্তেয় হয়, কিন্তু সে নিজেকে নিজে খুব বড় মনে করে। এমনকি সে শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখে কুকুর ও শূকরের চেয়েও অধিক ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয়।'[২৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الخَثْعَمِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الكَبِيرَ الْمُتَعَالِ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الجَبَّارَ

২৭. ৫৯, সূরা আল হাশর: আয়াত-৯
২৮. ৩১, সূরা আল লোকমান : আয়াত-১৮
২৯. বায়াহাকী শু'আবুল ঈমান, হাদীছ নং-৭৭৯০

الأَعْلَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالبِلَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَا وَالْمُنْتَهَى، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّينَ بِالشُّبُهَاتِ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ، بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ.

'আসমা বিনতু 'উমাইস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, ঐ বান্দা কতইনা মন্দ, যে নিজেকে অপরের চেয়ে ভালো মনে করে, অহংকার করে এবং বড় ও মহান সত্ত্বাকে ভুলে যায়। ঐ বান্দা কতইনা মন্দ, যে মানুষের ওপর জুলুম করে, সীমালঙ্ঘন করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভুলে যায়। ঐ বান্দা কতইনা মন্দ, যে দীনের কাজ ভুলে যায়, দুনিয়ার কাজে মত্ত হয়ে থাকে এবং কবরস্থানের কথা ও শরীর পঁচে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। ঐ বান্দা কতইনা মন্দ, যে ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, অবাধ্য হয় এবং নিজের প্রথম ও শেষ ভুলে যায়। ঐ বান্দা কতইনা মন্দ, যে দুনিয়াবাসীকে 'দীন' দ্বারা ধোঁকা দেয়। ঐ বান্দা কতইনা মন্দ, যে সন্দেহ করে ধর্মকে খারাপ করে দেয়। ঐ বান্দা কতইনা মন্দ, যে বান্দা লোভী এবং লোভই তাকে পরিচালিত করে। ঐ বান্দা কতইনা মন্দ! যে বান্দার প্রবৃত্তি তাকে পথভ্রষ্ট করে। ঐ বান্দা কতইনা মন্দ, যাকে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি অসম্মানিত ও হেয় করে।'[৩০]

উপসংহার : হাদীছটি ছোট হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ছয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি বিষয় এমন যেগুলো দুনিয়ার সম্মান ও মর্যাদার এবং আখিরাতে নাজাতের কারণ হয়। সেগুলো হলো :

১. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলা,

২. সদা সত্য কথা বলা,

৩. সকল অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

আল্লাহ আমাদেরকে এ তিনটি বিষয় ধারণ করার তাওফিক দান করুন।

অপরদিকে তিনটি বিষয় এমন যে, যেগুলো দুনিয়ায় অবমাননা ও লাঞ্ছনার এবং আখিরাতে শাস্তির কারণ হয়। সেগুলো হলোঃ

১. প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া। অর্থাৎ নফস বা প্রবৃত্তি যা চায়, ভাল মন্দ বিচার না করেই তাতে প্রবৃত্ত হওয়া,

২. কৃপণতা করা,

৩. আত্মপ্রীতি

আল্লাহ আমাদের এসকল ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন!

---

৩০. তিরমিযি, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়ার রাকাইকি ওয়াল ওয়ারা' বাব-১৩, হাদীছ নং-২৪৪৮

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ইসলাম

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলামের ভাবধারা থেকে দলিল

ইসলাম ও ইসলামের রিসালার প্রকৃতি হলো- এটি সর্বজনীন দ্বীন, সার্বজনীন শরি'আহ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই শরি'আহ জীবনের সকল দিকে মনোনিবেশ করে। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় দিককে ইসলাম অবহেলা করবে- এ কথা চিন্তাতীত। রাষ্ট্রকে অসৎ, নাস্তিক ও পাপীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া ইসলামের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই নয়। এটা তো অকল্পনীয় যে- রাষ্ট্রকে অসৎ লোকেরা চালাবে, আর ইসলামি শরি'আহ শুধু আকিদা ও ইবাদত নিয়ে নির্দেশনা দেবে।

এই দ্বীন শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতার দিকে আহ্বান করে এবং যেকোনো ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা অপছন্দ করে। এমনকি রাসূল সা. আমাদের সালাতের কাতার সোজা করতে এবং অধিক জ্ঞানীকে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরও নির্দেশ দিয়েছেন, সফরের সময়ও কাউকে দায়িত্বশীল বানিয়ে নিতে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর السياسة الشرعية গ্রন্থে বলেন,

"এটা জানা জরুরি যে, মানবীয় প্রয়োজন বা জাগতিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা দ্বীনের সবচেয়ে বড়ো ওয়াজিব। এটি ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়া কোনোটারই অস্তিত্ব নেই। সমাজ ও সামষ্টিকতা ছাড়া আদম সন্তানদের চাহিদাসমূহ পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী। আর সমাজ ও সামষ্টিকতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অপরিহার্য। সেজন্যই আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

"তোমাদের তিনজন যদি সফরে বের হও, তবে একজনকে আমির হিসেবে নিযুক্ত করো।"[১]

ইবনে উমর রা. এর সূত্রে ইমাম আহমাদের বর্ণনা, নাবি সা. বলেছেন,

لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم.

"তোমাদের তিনজন যদি নির্জন কোনো মেরুতেও থাকো, একজনকে নেতা নিযুক্ত না করা জায়েয হবে না।"

আমরা জানি, নাবি সা. সফরের ছোটো কাফেলায়ও নেতৃত্ব বাধ্যতামূলক করেছেন।

১. তাবারানি হাদিসটি আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন। মাজমাউয যাওয়ায়িদ-এ এসেছে- এ হাদিসের রাবিগণ বিশ্বস্ত: ২৪৯/৫। (আবু সাঈদ খুদরি ও আবু হুরায়রা রা. থেকেও একই শব্দাবলি সংবলিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে; আবু দাউদ: ২৬০০)।

আসলে রাসূল সা. সকল সামাজিক প্রেক্ষাপটে নেতৃত্ব সম্পর্কে সতর্ক করতে চেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদানকে ওয়াজিব করেছেন। এ কাজ দুটো শক্তি ও নেতৃত্ব ছাড়া যথার্থভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

এভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা এমন অনেক কিছু আমাদের ওপর আবশ্যক করেছেন, যা ক্ষমতা ও নেতৃত্ব ছাড়া যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব; যেমন- জিহাদ, ন্যায়বিচার, হজ, জুমা, ঈদ, মজলুমের সাহায্য, শর'ঈ দণ্ড বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এ কারণে বলা হয়, 'সুলতান (শাসনক্ষমতা) পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া।' এসব বাস্তবতা ও জরুরতের কারণেই সালফে সালিহীনের অনেকে যেমন- ফাদল ইবনে ইয়াজ, আহমাদ ইবনে হাম্বলসহ অনেকে বলতেন, 'যদি আমাদের ইচ্ছাপূরণের সুযোগ থাকত, তবে আমরা শাসনক্ষমতা চাইতাম'।"[২]

ইমামদের এমন আকাঙ্ক্ষার কারণ হলো, শাসনক্ষমতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বহু সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করেন।

একটি জীবনধারা হিসেবে ইসলাম মানবজীবনকে নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, সমাজকে শাসন করতে চায় এবং আল্লাহর আদেশের আলোকে মানবচরিত্রকে সাজাতে চায়। বক্তৃতা-বিবৃতি কিংবা সুন্দর সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানবচরিত্রের পূর্ণতা সাধন সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান, নসিহত ও শিক্ষা শুধু মানুষের বিবেকের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ, বিবেকের অসুস্থতা বা মৃত্যুর সাথে এই সকল বিধানের বাস্তবায়নের অনুভূতি ও শিক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে।

আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনে আফফান রা. বলেন,

إنَّ اللهَ يزعُ بالسلطانِ ما لا يزعُ بالقرآنِ

"কিছু কাজ আল্লাহ তা'আলা সুলতানের (রাষ্ট্রশক্তি) হাত দিয়ে করান, যা কেবল কুরআনের (উপদেশের) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় না।"

কিছু মানুষকে কুরআন ও মিজান সুপথ দেখায়, আর কিছু মানুষকে সুপথে রাখতে পারে কেবল আইন ও লোহা (শাস্তির ভয়)। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ...

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মিযান- যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে; আর আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।" সূরা হাদিদ: ২৫

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

"যে কিতাব থেকে সরে যাবে, তাকে লোহা (শক্তি) প্রয়োগ করে ঠিক করা হবে। আর

২. আস সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যাহ, মাজমুয়ু ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া: ৩৯০,৩৯১/২৮

এ কারণেই দ্বীনের তত্ত্বাবধায়করা কুরআন ও তরবারির সমন্বয়ে কাজ করেছেন।”[৩]
ইমাম গাযালি রহ. বলেন,
“দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। দুনিয়া ছাড়া দ্বীন পূর্ণতা পায় না। রাষ্ট্র ও দ্বীন জমজ ভাই। দ্বীন মৌলিক স্তম্ভ, আর শাসক তার রক্ষক। যার মৌলিকত্ব নেই, তার অস্তিত্বই নেই। আর যার রক্ষক নেই, তার ধ্বংস অনিবার্য। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের পরিচালনা শাসক ছাড়া পূর্ণতা পায় না।”[৪]
ইসলামি জ্ঞানের উৎসগুলোতে যদি ইসলামি রাষ্ট্রের আবশ্যকতার কথা নাও আসত, যদি রাসূল সা. ও সাহাবিগণ এর বাস্তবায়ন করে নাও দেখাতেন, তারপরও ইসলামের স্বভাবজাত প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বাধ্যতামূলক করে দিত। আর তা হতো ইসলামের বিশ্বাস, প্রতীক, শিক্ষা, বোধ, চারিত্রিক গুণাবলি, নিয়মনীতি ও শরি'আতের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।
ইসলামের দাবি বাস্তবায়নে প্রতিটি যুগেই রাষ্ট্রের চাহিদা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে এর চাহিদা আরও তীব্রতর। কেননা, এখন চিন্তা ও দর্শনভিত্তিক আদর্শিক রাষ্ট্রের প্রবর্তন হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, বিচার, অর্থনীতি থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতি সবই এই আদর্শের মানদণ্ডে চলে। উদাহরণত আমরা সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।
আধুনিক বিজ্ঞান এখন উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে। রাষ্ট্র চাইলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের চিন্তা, বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি, রুচি, চরিত্র ইত্যাদির ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এমন সুযোগ পূর্বের কোনো সময় ছিল না। রাষ্ট্র এখন ওপরে বসে যন্ত্র ব্যবহার করে সমাজের মূল্যবোধ, চিন্তার গণ্ডি ও চরিত্রকে পরিবর্তন করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এ কাজে রাষ্ট্রের শক্তিশালী কোনো প্রতিপক্ষও নেই।
ইসলামি রাষ্ট্র একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এটি একটি বিশ্বাস এবং জীবনধারার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এটি শুধু অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু থেকে জাতিকে রক্ষার কোনো নিরাপত্তাযন্ত্র নয়; বরং এ রাষ্ট্রের দায়িত্বসীমা অনেক বিস্তৃত ও গভীর। জাতিকে ইসলামের বুনিয়াদ ও শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত ও অনুশীলনকারী হিসেবে গড়ে তোলা এই রাষ্ট্রের আবশ্যিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ইসলামি আকিদা, চিন্তা ও শিক্ষার বিকাশ এবং বাস্তব জীবনে এর অনুশীলনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা হবে প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠের জন্য অনুকরণীয় এবং বিপথগামীর বিপক্ষে উদাহরণ।
এজন্যই ইবনে খালদুন খিলাফতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,
“শরি'আত প্রণেতার কাছে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার পুরোটাই আখিরাতের কল্যাণের জন্য বিবেচ্য। সুতরাং, সমগ্র মানবতাকে পরকালীন ও দুনিয়াবি কল্যাণের বিবেচনায় শর'ঈ

৩. মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ২৬৪/২৮
৪. ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন, কিতাবুল ইলম ৭১/১

দর্শনের দিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং দ্বীন ও তৎসংশ্লিষ্ট দুনিয়ার রাজনীতি রক্ষণাবেক্ষণে শরি'আতপ্রণেতার প্রতিনিধিত্ব করাই খিলাফত।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রশংসায় এমন গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, যা রাষ্ট্র ও কর্তৃত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ....

"আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ হতে বিরত করবে।" সূরা হজ: ৪১

রিবয়ি ইবনে আমির রা. পারসিকদের সেনাপতি রুস্তমকে ইসলামি রাষ্ট্রের নির্দশন নিয়ে বলেছিলেন,

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

"আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাঠিয়েছেন মানুষকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখিরাতের প্রাচুর্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অন্যান্য ধর্মের অত্যাচার-অনাচার থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"[৬]

ইসলামের আদর্শিক রাষ্ট্র কোনো আঞ্চলিক বা জাতীয়তাবাদী চরিত্রের রাষ্ট্র নয়; বরং এ রাষ্ট্র একটি বৈশ্বিক বার্তার বাহক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন- তাদের কাছে থাকা আলো ও হিদায়াতের দিকে গোটা মানবতাকে আহ্বান জানানোর। তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন মানবতার ওপর সাক্ষী হওয়ার। পুরো মানবজাতির শিক্ষকতার দায়িত্বও তাদের ওপর অর্পিত।

মুসলিমরা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মতো ইতিহাসের গতিধারায় গড়ে উঠা কোনো জাতি নয়। মুসলিমরা নিজ থেকে তৈরি হয়নি এবং নিজেদের জন্যও তৈরি হয়নি। মূলত মানবজাতির কল্যাণের জন্য মুসলিমদের বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এজন্য আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের বানিয়েছেন মধ্যপন্থি জাতি। মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উদ্দেশে বলেছেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ...

"আমি এভাবে তোমাদের মধ্যপন্থি উম্মাহ করেছি, যেন তোমরা মানবতার জন্য সাক্ষী হও।" সূরা বাকারা: ১৪৩

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...

---

৫. মুকাদ্দামাতু ইবনে খালদুন: ৫১৮/২, লাজনাতুল বায়ান আল আরাবির সংস্করণ: তাহকিক: ড. আলি আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি।

৬. তাবারি تاريخ الرسل والملوك গ্রন্থে এবং ইবনে কাসির البداية والنهاية গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানবতার জন্য বের করা হয়েছে।" সূরা আলে ইমরান: ১১০

আমরা ইতিহাসে পাতা উলটালে দেখতে পাই, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রথম সুযোগেই রাসুল সা. তৎকালীন দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য সকল রাজা-বাদশাহ ও আমিরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। তাওহিদের কাছে সমর্পণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন- 'ঈমানের পথ গ্রহণ না করলে নিজেদের ও অধীনস্থদের পাপের ভার বইতে হবে।' রাসূল সা. এ চিঠিগুলোর সমাপ্তি টানতেন এ আয়াতের মাধ্যমে,

قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

"আপনি বলে দিন, 'হে আহলে কিতাব, তোমরা এমন এক কালিমার দিকে এসো, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান। আর তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ অপর কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না।' এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দিন, 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম'।" সূরা আলে ইমরান: ৬৪

ইসলামের ধারক একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে ইসলামি দাওয়াহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো, ছোটো পরিসরে হলেও একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই রাষ্ট্রটি তার ধ্যান-ধারণা, সরকারব্যবস্থা, জীবনাচার, সভ্যতা, বস্তুগত দিক ও সাহিত্যে ইসলামের সামগ্রিক ধারণাকে লালন করবে। এই রাষ্ট্রের দরজা খোলা থাকবে জুলুম, বিদআত ও কুফরের দেশ থেকে হিজরতকারী মুমিনদের জন্য। শুধু ইসলামের জন্য নয়, গোটা মানবতার জন্যই এমন একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এই ইসলামি রাষ্ট্রটি মানবতার সামনে দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ের নমুনা পেশ করবে।

উদাহরণ পেশ করবে পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতার সুষম ভারসাম্যের। এ রাষ্ট্র হবে যুগপৎভাবে সভ্যতার উন্নত্তির ও চরিত্রের উৎকর্ষতার নজির, হবে বৃহত্তর ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পথে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই ইসলামি রাষ্ট্রই গোটা উম্মাহকে পর্যায়ক্রমে ইসলামি খিলাফতের ছায়ায় একই তোরণের নিচে নিয়ে আসবে।

বাস্তবতা হচ্ছে, সকল বিরোধী শক্তিগুলো একাট্টা হয়ে এমন একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্মুখে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কোনোমতেই এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে দেওয়াকে বরদাশত করবে না। এই রাষ্ট্রকে ঠেকাতে তারা নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করবে- এ রাষ্ট্রটি যত কম দৈর্ঘ্য বা জনসংখ্যারই হোক না কেন। এমনকি পশ্চিমারা মার্কসীয় রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করে। কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রীদের সাথে সন্ধি করে। কিন্তু তাদের কেউই ইসলামি রাষ্ট্রকে বরদাশত করতে রাজি নয়।

বিশ্বের কোথাও ইসলামি আন্দোলন দাঁড়িয়ে গেলে পশ্চিমারা একটি ইসলামি রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। সাথে সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তিগুলো। তারা সুন্দর সুন্দর কথা বলে। ছলনা দেখায়। আবার খাদ্য অবরোধও করে। নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। একটার পর একটা হামলা চালাতেই থাকে। তাই ইসলামি আন্দোলনগুলোকে সর্বদা বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আশার আলো দেখতে হয়। এক সাগর হতাশা ও আঘাতকে সহ্য করে কাঙ্ক্ষিত উচ্চাশার সোপানের দিকে এগিয়ে চলতে হয়।

আমাদের যদি একটা সরকার থাকত

ইমাম হাসান আল বান্না বলেন,

"আমাদের যদি বিশুদ্ধ ইসলাম, প্রকৃত ঈমান, বিশুদ্ধ চিন্তার ধারক এবং এর বাস্তবায়নকারী একটি সরকার থাকত। যে সরকার তাদের কাছে সঞ্চিত সম্পদ ও জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ঐতিহ্য ও মহত্ব সম্পর্কে সমঝদার এবং যারা বিশ্বাস করে- উম্মাহর সকল ব্যাধির সমাধান ও মানবজাতির পথপ্রাপ্তি ইসলামেই রয়েছে। তাহলে আমরা গোটা দুনিয়াকে ইসল্যামের খুঁটিতে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানাতে পারতাম। অন্য রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানাতে পারতাম- আমাদের রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থার ওপর গবেষণা আর পর্যবেক্ষণের। তাদের মাঝে নিয়মিত দাওয়াতি কার্যক্রম, সৌহার্দ্য বিনিময় এবং প্রতিনিধি দল প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারতাম। অন্যান্য সরকারের তুলনায় এটা হতো আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কার্যকারিতার সমন্বয়। এর মাধ্যমে জাতি প্রাণশক্তি নবায়নের এবং গৌরব ও আলোকশক্তি রক্ষার সুযোগ পেত। সেইসাথে নাগরিকদের হৃদয়ে উদ্যম ও কর্মস্পৃহা জাগত এবং তাদের কার্যশক্তি প্রভাবিত হতো।

মজার ব্যাপার হলো, সমাজতন্ত্রীরা নিজেদের মতবাদের গুণকীর্তন প্রচার করে। অর্থ খরচ করে নিজ আদর্শের দিকে ডাকে। নিজেদের পথচলায় তারা জনতাকে পাশে চায়- যেন তাদের পথ উদ্দীপনাময় ও দাপুটে হয়। সমাজন্ত্রীরা অনুসারীদের উদ্দীপনার খোরাক জোগাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তারা চায়, সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের সামনে নুয়ে পড়ুক।

সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদগুলোর কিছু পাগলপ্রাণ সমর্থক থাকে। তারা নিজেদের ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, লেখনীশক্তি, সম্পদ, প্রচারমাধ্যম সবকিছু এ মতবাদের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যয় করে, যেন এ মতবাদকে কেন্দ্র করেই তাদের বাঁচা-মরা আবর্তিত হচ্ছে।

আমাদের সামনে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী এমন কোনো রাষ্ট্রের উপস্থিতি নেই- যে রাষ্ট্রটি ইসলামের সৌন্দর্যসমূহ একত্রিত করে নিষ্কলুষ ও অবিকৃত ইসলামকে একটি আন্তর্জাতিক নীতি হিসেবে উপস্থাপন করবে এবং যার মাধ্যমে মানবতার সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান সম্ভব হবে।

মুসলিমদের ওপর দাওয়াতি কাজ ফরজ। এটা যেমন ব্যক্তিপর্যায়ে ফরজ, ঠিক তেমনি সামষ্টিক পর্যায়েও ফরজ। অর্থাৎ, জাতিগতভাবে মুসলিমদের ওপর দাওয়াতি কাজ

ফরজ। কোনো ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে উঠার পূর্বেও দাওয়াতি কাজ ফরজ। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর এ কাজটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম।" সূরা আলে ইমরান: ১০৪

আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের অবস্থা কী? আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রায় সকলেই বিজাতীয় শিক্ষায় বড়ো হয়েছে। তারা আধিপত্যবাদীদের চিন্তার অনুগত এবং তাদের চিন্তার বৃত্তেই ঘূর্ণায়মান। আধিপত্যবাদীদের সন্তুষ্টি ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিশ্বাসও নিচ্ছে না।

আমরা তাদের বলেছি এবং বলছি, আপনারা স্বাধীনচেতা সিদ্ধান্ত নিন এবং আধিপত্যবাদীদের অনুকরণ ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। এটা আপনাদের অবস্থান দুর্বল করবে না; বরং শক্তিশালী করবে। আফসোস! আমাদের কথাগুলো তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না।

আমরা বড়ো আশা-ভরসা নিয়ে মিশরের শাসকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য। এই দাওয়াতের কোনো কার্যকর প্রভাব তৎকালীন শাসকের মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি। যে জাতি নিজের অস্তিত্ব, বাসস্থান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলাম খুইয়ে বসেছে, তারা কীভাবে অন্যের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেবে? সে জাতি তো অন্যকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

প্রিয় ভাইয়েরা! বর্তমানে মুসলিম জাতি দাওয়াতি দায়িত্ব পালন করছে না। আর দাওয়াতি কাজে মনোনিবেশ না করার কারণ কী জানেন? কারণ, বর্তমান প্রজন্মের দাওয়াতি কাজে উৎসাহ ও অক্ষমতা প্রমাণিত। সুতরাং, এ দায়িত্ব নিতে হবে নতুন প্রজন্মকে।

প্রিয় তরুণ ভাইয়েরা! তোমাদের দাওয়াতি তৎপরতায় সৃজনশীলতা আনো। দাওয়াতি কাজে পরিশ্রম করো। মানুষকে নাফস ও কলবের মুক্তি শেখাও। চিন্তা ও বুদ্ধির প্রকৃত স্বাধীনতা বাতলে দাও। জিহাদ ও কর্মে স্বাধীন করে তোল। কুরআন ও ইসলামের প্রাচুর্যে সাধারণ মানুষের দ্বিধাগ্রস্ত মনকে ভরিয়ে দাও। তাদের মুহাম্মাদি ফৌজে শামিল করে নাও। অচিরেই দেখবে, তাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ মুসলিম শাসক হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। আর সেই শাসক নিজেও জিহাদ করবে, অন্যদেরও জিহাদে উৎসাহ জোগাবে।"[৭] ■

---

৭. মাজমুয়ু রাসায়িলিল ইমাম আশ শাহিদ, পৃষ্ঠা: ১৯৬, ১৯৭

বর্তমান নির্বাচন-পদ্ধতি এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

আবুল আসাদ

[আমার এই প্রবন্ধটি ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর ২৯-৬-৯৬ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়-লেখক]

আজ লিখতে চেয়েছিলাম সদ্য সমাপ্ত ভোট যুদ্ধে জামায়াতের বিপর্যয় নিয়ে। বলতে চেয়েছিলাম কোন একটি নির্বাচনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য করা যৌক্তিক নয়। প্রত্যেক নির্বাচনেরই স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। সে বৈশিষ্ট্যগুলোই হয়ে থাকে সে নির্বাচনী ফলাফলের মূল নির্ণায়ক। এবার সপ্তম সংসদ নির্বাচনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো প্রদত্ত ভোটের অভূতপূর্ব হার। গোটা দেশে গড়ে ৭৩ ভাগ ভোট পড়েছে। গড় হিসেবের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে দেখা যাবে খুলনা বিভাগে পড়েছে ৮৩ ভাগ ভোট। এই অস্বাভাবিক ভোটের মূলে রয়েছে ব্যাপক জাল ভোট এবং মহিলা ভোটারদের পরিকল্পিতভাবে ব্যাপকহারে উপস্থিত করানো। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল উল্লেখযোগ্য সব আসনে চতুর্পক্ষীয় প্রতিযোগিতা। এই ধরনের প্রতিযোগিতা অতীতের কোন নির্বাচনে জামায়াতকে করতে হয়নি। '৮৬-এর নির্বাচনে বিএনপি ছিল না, আবার '৯১ সালের নির্বাচনে ছিল না জাতীয় পার্টি তার স্বঅবস্থানে। কিন্তু '৯৬-এর সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দুই-ই হাজির ছিল। তার ফলে এ নির্বাচনে চতুর্পক্ষীয় ভোট যুদ্ধ এ্যান্টি আওয়ামী লীগ বা ডানপন্থী ভোটের ভাগাভাগি তীব্রতর হয়। ভোটের এই ভাগাভাগিতে আওয়ামী লীগ বাদে সব দলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জামায়াত হয়েছে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। তার উপর জামায়াত ভোট জাল করেনি এবং এনজিও ম্যানেজড মহিলা ভোটও জামায়াত পায়নি। ফলে ভোট ভাগাভাগির কারণে জামায়াতের ভোট একদিকে কমেছে এবং অন্যদিকে অস্বাভাবিক বাড়তি ১৬ ভাগ ভোটের কোন সুফল জামায়াত পায়নি।

নির্বাচনে জামায়াতের বিপর্যয়ের এই কারণগুলো নিয়েই আজ বিস্তারিত লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলের দিকে নজর বুলাতে গিয়ে অন্য একটি চিত্র আমার সামনে বড় হয়ে দেখা দিল। দেখলাম, নির্বাচনে আসন পাওয়া ও ভোট পাওয়া এক জিনিস নয় এবং জয়ী হওয়া ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করাও এক বিষয় মোটেই নয়।

গণতন্ত্র বলা যায় এক ধরনের সংখ্যার যুদ্ধ। ওয়ান পারসেন্ট সর্বনিম্ন একক হলেও এই ওয়ান পারসেন্টের ব্যবধানে গণতন্ত্রে কারও উত্থান-পতন নির্ধারিত হতে পারে। আবার অনেক সময় ভোটের পারসেন্ট দিয়েও আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয় না। গত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী প্রদত্ত ভোটের ১২ দশমিক ১৩ ভাগ পেয়ে লাভ করেছিল ১৮টি আসন, আর জাতীয় পার্টি প্রদত্ত ভোটের ১১ দশমিক ৯২ ভাগ লাভ করে পেয়েছিল ৩৫টি আসন। অনুরূপভাবে ঐ নির্বাচনে বিএনপি ৩০ দশমিক ৮১ ভাগ ভোট লাভ করে ১৪০টি আসনে জিতে ক্ষমতায় গিয়েছিল, আর আওয়ামী লীগ ৩৩ দশমিক ৭৩ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৩ ভাগ ভোট বেশী পাওয়ার পরেও মাত্র ৮৮টি আসন লাভ করায় ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হয়। অথচ এবার ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ বিএনপি'র চেয়ে মাত্র ৪ দশমিক ১৩ ভাগ ভোট বেশী লাভ করে ৩০টি আসন বেশী পেয়ে ক্ষমতায় যেতে সমর্থ হলো। এখানে দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ ১৯৯১-এর তুলনায় '৯৬-এর নির্বাচনে বিএনপি'র গতবারের ব্যবধানের চেয়ে মাত্র ১ দশমিক ১৩ ভাগ ভোট বেশী পাওয়ায় তার আসন বেড়েছে ৫৮টি। একেই বলে নির্বাচনের অবিশ্বাস্য সংখ্যা-যুদ্ধ।

বর্তমান পদ্ধতির নির্বাচনে সংখ্যাঘুরু ভোটের উপর সংখ্যালঘু ভোটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এটা আসলে গণতন্ত্র নয়।

নির্বাচনের এই সংখ্যা যুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী এবার প্রচণ্ড মার খেয়েছে। '৯১-এর নির্বাচনে জামায়াত পেয়েছিল ১৮টি আসন, এবার '৯৬-এ এসে পেয়েছে মাত্র তিনটি আসন। প্রায় শূন্য-কোঠার এই ফল দেখে অনেকে ভাবছেন জামায়াতকে এ দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, জামায়াতের রাজনীতি শেষ হয়ে গেছে এই দেশ থেকে।

এই হিসেবটা একেবারেই সত্য নয়। নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে পারা না পারার বিষয়টা নির্ধারণ হতে পারে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এই আসন সংখ্যা দিয়ে জনমত বা জনপ্রিয়তার বিচার সব সময় হতে পারে না। জামায়াত '৯১ সালের নির্বাচনে আসন পেয়েছিল ১৮টি। এ দিক থেকে এবার নির্বাচনে '৯১-এর তুলনায় জামায়াত ৮৩ দশমিক ৩৪ ভাগ আসন কম পেয়েছে। কিন্তু ভোট কম পেয়েছে কত ভাগ? মাত্র ৩ দশমিক ৪২ ভাগ। অর্থাৎ জামায়াত গতবারের চেয়ে সোয়া ৫ লাখ ভোট কম পেয়েছে। '৯১-এর নির্বাচনে জামায়াত ৪১ লাখ ৩৬ হাজার ভোট লাভ করে পেয়েছিল ১৮টি আসন। আর এবার নির্বাচনে সোয়া ছত্রিশ লাখ ভোট পেয়ে লাভ করেছে মাত্র ৩টি আসন। এর অর্থ জামায়াত ৩ দশমিক ৪২ ভাগ অর্থাৎ সোয়া পাঁচ লাখ ভোট কম

পাওয়ায় ১৫টি আসন হারিয়েছে। এটাই বর্তমান নির্বাচনে ভোটের সংখ্যা-যুদ্ধের নিষ্ঠুর মোজেজা। এই ভোট যুদ্ধে গণতন্ত্রের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পোশাক পরে সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর আধিপত্য করে থাকে। আমার বাড়ী রাজশাহী, তাই প্রমাণ হিসেবে বৃহত্তর রাজশাহী থেকে কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে আসতে পারি। নবাবগঞ্জ-১ আসনে চারটি প্রধান দলের একটি '৯৩ হাজার ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। অন্য তিনটি দল ১ লাখ ৫ হাজার ভোট লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারকে তাদের সাথে পেয়েছে। অনুরূপভাবে নবাবগঞ্জ-২ আসনে বিজয়ী প্রার্থী পেয়েছে সাড়ে ৭৭ হাজার ভোট, অন্য তিনটি দলের প্রার্থী পেয়েছে ১ লাখ ১ হাজার ভোট। আর নবাবগঞ্জ-৩ আসনে বিজয়ী প্রার্থী লাভ করেছে প্রায় ৭৮ হাজার ভোট, চারটি প্রধান দলের অবশিষ্ট তিনটি দলের প্রার্থীর মোট ভোট সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার। সংখ্যালঘু ভোটের এই জয় এবং সংখ্যাগুরুর এই পরাজয় প্রায় সব আসনেই লক্ষ্য করা যাবে। এবার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষের সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় গেল, অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান তিন দলের পাওয়া প্রায় সোয়া দুই কোটি ভোট কোনই কাজে এল না। যেমন কার্যকরী হলো না জামায়াতের পাওয়া সোয়া ছত্রিশ লাখ ভোট। শুধু কার্যকরী না হওয়া নয়, এ

> গত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী প্রদত্ত ভোটের ১২ দশমিক ১৩ ভাগ পেয়ে লাভ করেছিল ১৮টি আসন, আর জাতীয় পার্টি প্রদত্ত ভোটের ১১ দশমিক ৯২ ভাগ লাভ করে পেয়েছিল ৩৫টি আসন। অনুরূপভাবে ঐ নির্বাচনে বিএনপি ৩০ দশমিক ৮১ ভাগ ভোট লাভ করে ১৪০টি আসনে জিতে ক্ষমতায় গিয়েছিল, আর আওয়ামী লীগ ৩৩ দশমিক ৭৩ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৩ ভাগ ভোট বেশী পাওয়ার পরেও মাত্র ৮৮টি আসন লাভ করায় ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হয়। অথচ এবার ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ বিএনপি'র চেয়ে মাত্র ৪ দশমিক ১৩ ভাগ ভোট বেশী লাভ করে ৩০টি আসন বেশী পেয়ে ক্ষমতায় যেতে সমর্থ হলো। এখানে দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ ১৯৯১-এর তুলনায় '৯৬-এর নির্বাচনে বিএনপি'র গতবারের ব্যবধানের চেয়ে মাত্র ১ দশমিক ১৩ ভাগ (৪.১৩-৩.০০) ভোট বেশী পাওয়ায় তার আসন বেড়েছে ৫৮টি। একেই বলে নির্বাচনের অবিশ্বাস্য সংখ্যা-যুদ্ধ।

বিপুল ভোটের অস্তিত্বও অনেকে অনুভব করতে পারছেন না। ভোটার নাগরিকদের এটা অমার্যাদা, তাদের প্রতি এটা অবিচার। বর্তমান ভোট ব্যবস্থায় এর কোন প্রতিকার নেই। প্রতিকার নেই সংখ্যাগুরু ভোটের উপর সংখ্যালঘু ভোটের বর্তমান আধিপত্যের।

দুনিয়ায় অনেক গণতন্ত্র এ নিয়ে ভেবেছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। অন্যদিকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচনে 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' (Proportional Representation) ব্যবস্থা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত অনুসারে পার্লামেন্টে সদস্য পেয়ে থাকে। এতে উপযুক্ত পরিমাণ ভোট লাভকারী সকল দল এবং সকল ভোটারই পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায়। 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' ব্যবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো তাদের প্রার্থীর সিরিয়াল বিশিষ্ট তালিকা প্রদান করে থাকে। একটি দল নির্বাচনে যতভাগ ভোট লাভ করে, তার দেয়া তালিকা থেকে সেই অনুপাতে পার্লামেন্ট সদস্য সে লাভ করে। এইভাবে প্রদত্ত একশ' ভাগ ভোটের মধ্যে থেকে যে দল যতভাগ ভোট পায়, সে দল ততভাগ আসন লাভ করে থাকে।

এই নির্বাচন পদ্ধতির সবচেয়ে বড় কল্যাণ হলো, পার্লামেন্টে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যাপক হয়। এমনকি ছোট ছোট রাজনৈতিক দলও পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেয়ে থাকে। তার ফলে পার্লামেন্টে জনমতের ব্যাপক প্রতিফলন ঘটতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো সংখ্যাগুরু পোশাকে সংখ্যালঘুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ এতে থাকে না। সবশ্রেণীর ভোটারের মূল্যায়ন এখানে হতে পারে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সদ্য সমাপ্ত সংসদ নির্বাচনকে যদি দেখা হয়, তাহলে জনপ্রতিনিধিত্বের এক নতুন চিত্র বেরিয়ে আসবে। আমাদের জাতীয় সংসদে সদস্য সংখ্যা তিনশ। প্রতি ১ পারসেন্ট ভোটের ভাগে সদস্য পড়ে তিন জন। এবার নির্বাচনে মোট ৮১টি দল অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১ পারসেন্ট ভোট পেয়েছে কয়টি দল তার হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি। প্রধান চারটি দলের মোটামুটি একটা হিসেব পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগ ৩৭ দশমিক ৫৩, বিএনপি ৩৩ দশমিক ৪০, জাতীয় পার্টি ১৫ দশমিক ১৯ এবং জামায়াতে ইসলামী ৮ দশমিক ৭১ ভাগ ভোট পেয়েছে। প্রতি এক পারসেন্টের জন্যে তিনজন সদস্য হলে এবার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার ৩৭দশমিক ৫৩ ভাগ ভোটের জন্যে ১১৩টি আসন, আর বিএনপি ১০০, জাতীয় পার্টি ৪৬ এবং জামায়াত ২৬টি আসন লাভ করে। অন্যান্য ছোট ছোট দল পাবে অবশিষ্ট ১৫টি আসন।

আমাদের মত উন্নয়নশীল ও রাজনৈতিক অস্থিরতাযুক্ত দেশের জন্যে 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' পদ্ধতির নির্বাচন সবদিক দিয়েই কল্যাণকর হতে পারে। ছোট-বড়

উল্লেখযোগ্য সকল দল পার্লামেন্টে থাকায় পার্লামেন্ট হয়ে উঠবে সকল সমস্যা আলোচনা ও সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু। তাছাড়া সব দলের বাছাই করা ও যোগ্যতর লোকরা পার্লামেন্টে আসার ফলে পার্লামেন্টের মান বাড়বে এবং পার্লামেন্ট হতে পারবে অনেক বেশী কার্যকর। এই সুবিধার কারণেই বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, তুরস্ক, ইসরাইল প্রভৃতির মত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নির্বাচনের এই পদ্ধতিটি সাদরে গৃহীত হয়েছে। সকল বিচারে পদ্ধতিটি আমাদের মত দেশে আরও সাদরে গৃহীত হওয়ার মত।

যদি তা হয়, তাহলে সংখ্যালঘু ভোটের আধিপত্য থেকে সংখ্যাগুরু ভোট বাঁচতে পারে। প্রতিটি ভোট পেতে পারে যথাযথ মর্যাদা। 'ভোট নষ্ট হওয়া' বা 'ভোট পচে যাওয়া'র মনোবেদনা কোন ভোটারের তাহলে আর থাকবে না। এবং কেউ সাড়ে চল্লিশ লাখ ভোট লাভ করে পাবে ৩৫টি আসন, আবার কেউ সাড়ে ৪১ লাখ ভোট পেয়ে লাভ করবে মাত্র ১৮টি আসন-এই অবিচারেরও উৎখাত ঘটবে।

দেশের স্বার্থে, ভোটারের স্বার্থে, দক্ষ ও কার্যকর সংসদের স্বার্থে বিষয়টা নিয়ে দেশের রাজনীতিকরা ভাববেন বলে আমার বিশ্বাস। ।■

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

৩৬ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব

ড. আহমদ আলী

আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ তো মানুষের ধরা ছোঁয়ার উর্ধ্বে, কাজেই পার্থিব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কার শরণাপন্ন হওয়া যাবে? এ প্রশ্নের জবাব হল, আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্য সকল আইন-কানূন আল-কুরআনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট প্রেরণ করেছেন, সেই জীবন বিধানকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জীবন ও যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই আল-কুরআনের অনুশাসন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য জন-শাসনের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার হুকুমাত কায়িম করার জন্য মানুষ হচ্ছে তাঁর খালীফা (প্রতিনিধি)। আর আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেই মানুষ সমগ্র জীব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছে। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ -"সেই মহান আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খালীফা নিযুক্ত করেছেন।"[১] বস্তুত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এক মহা দায়িত্ব ও পবিত্র আমানত। তিনি এ দায়িত্ব যোগ্য, সৎ ও আল্লাহভীরুদের হাতে অর্পণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"আল্লাহ ও'য়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎ কাজ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি পৃথিবীর খিলাফাতের দায়িত্বভার অর্পণ করবেন, যেমন তিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে তাঁর খালীফা নিযুক্ত করেছিলেন।"[২]

অন্য এক আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

"সেই লোকদের পরে আমরা তোমাদেরকেই পৃথিবীতে খালীফা বানিয়েছি। তোমরা কি রকম কাজ কর তা প্রত্যক্ষ করাই এর মূল উদ্দেশ্য।"[৩]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে দুটি কথা স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায়।

---

১. আল-কুর'আন, ৩৫, সূরা ফাতির : ৩৯
২. আল-কুর'আন, ২৪, সূরা আন-নূর : ৫৫
৩. আল-কুর'আন, ১০, সূরা ফাতির : ১৪

এক. মানুষের মর্যাদা হচ্ছে ‘খিলাফাতের’ [প্রতিনিধিত্বের]; ‘সার্বভৌমত্বের’ নয়। কোনো রাষ্ট্র যদি স্বীকার করে নেয় যে, আল্লাহ তা‘আলার হুকমই চূড়ান্ত ও অকাট্য বিধান, শাসন বিভাগ এর পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারবে না, আইন পরিষদ এর পরিপন্থী কোনো বিধান রচনা করতে পারবে না এবং তার বিচার বিভাগও এর পরিপন্থী কোনো রায় দিতে পারবে না, তা হলেই এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, সে আল্লাহর বিপরীতে সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব থেকে বিরত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় মূলত আল্লাহ তা‘আলার প্রতিনিধির মর্যাদা গ্রহণ করে নিয়েছে।

দুই. খিলাফাতের বাহক কোনো ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র বা শ্রেণী হবে না; বরং সকল ঈমানদারই আল্লাহ তা‘আলার খালীফা বা প্রতিনিধি।[৪] কিন্তু যেহেতু সর্বসাধারণ মানুষ সকলেই একত্রে ও একই সাথে খিলাফাতের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পরিচালনার যোগ্য হয় না এবং আলাদাভাবেও প্রত্যেক ব্যক্তিই এই কার্য সমাধা করতে পারে না, সে জন্য খিলাফাত পরিচালনার দায়িত্ব সবার পক্ষ থেকে নির্বাচিত খালীফাদের ওপরই ন্যস্ত করা হয়। খিলাফাতে ইলাহিয়্যাহ বা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন একজন নির্বাচিত আমীর বা খলিফা। তিনি জনগণের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পরিচালক হবেন। তিনি সার্বভৌম আল্লাহর আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করবেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন।

বস্তুত আমীর ইসলামের সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে আমীরের ওপর একান্তভাবে নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমীর নিজে ব্যক্তিগতভাবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে যতদিন পর্যন্ত ইসলামী বিধান অনুসারে পরিচালনা করতে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত জনগণকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে আমীরের আনুগত্য কর।”[৫] যখন তিনি আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘন করবেন, তা হলে তার ওপরেও আল্লাহর আইন কার্যকর হবে এবং সে ক্ষেত্রে

৪. ‘সমস্ত ঈমানদার খিলাফাতের বাহক’- এটা এমন একটি মূলনীতি, যার ওপর ইসলামে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ভিত্তি যেখানে ‘জনগণের সার্বভৌমত্বের’ (Popular Sovereignty) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে ক্ষেত্রে ইসলামে গণতন্ত্রের ভিত্তি ‘সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের’ (Popular Vicegerency) ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ খিলাফাতের এ দায়িত্ব কোন এক ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য নয়; বরং রাষ্ট্রের সকল মুসলিমদের ওপর একটি জামা‘আত হিসেবে অর্পণ করা হয়েছে। এর অনিবার্য দাবি হলো, মুসলিমদের মর্জি মতো সরকার গঠিত হবে, সরকার তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে এবং তার প্রতি মুসলিমগণ যতক্ষণ সন্তুষ্ট থাকবে সেই সরকার ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকবে। এ কারণেই আবূ বাকর (রা) নিজকে ‘আল্লাহর খালীফা’ বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কারণ খিলাফাত মূলত মুসলিম উম্মাহকে প্রদান করা হয়েছে, সরাসরি তাঁকে নয়। তাঁর মর্যাদা কেবল এই ছিল যে, মুসলিমগণ তাদের মর্জি মাফিক তাদের খিলাফাতের কর্তৃত্বকে তাঁর নিকট অর্পণ করেছিলেন মাত্র।

৫. আল-কুর’আন, ৪, সূরা আন-নিসা’ : ৫৯

জনগণকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

“স্রষ্টার বিধান অমান্য করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।”[৬]

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“আল্লাহর নাফরমানী করে কারো কোনো ধরনের আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্য করতে হবে কেবল মা‘রূফ অর্থাৎ বৈধ ও সৎ কাজে।”[৭]

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“মুসলিম ব্যক্তিকে সব সময় আদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ করে চলতে হবে, চাই সাগ্রহেই হোক, কিংবা বাধ্য হয়ে- যতক্ষণ না তাকে কোনো পাপ কাজের আদেশ করা হয়। কিন্তু কোনো পাপ কাজের হুক্‌ম দেয়া হলে তা কোনোভাবে শুনাও যাবে না, মানাও যাবে না।”[৮]

এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার অর্থ হবে যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব তাঁরা হবেন আল্লাহর বিধানের অধীন। তাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশ মাফিক কাজ করবেন। অর্থাৎ মানুষ [জনগণ→ জনপ্রতিনিধি→ আমীর] যে অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে তা অসীমও নয়, নয় নিরঙ্কুশ; বরং তা আল্লাহর অশেষ অসীম, সর্বাত্মক সার্বভৌমত্বের অধীন, তাঁরই দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত হচ্ছে ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য দেয়া তাঁরই শারী‘আতের মাধ্যমে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, মানুষের ক্ষমতা হচ্ছে প্রয়োগের, বাস্তবায়নের এবং কার্যকরকরণের। এ শক্তি অসীমও নয়, জন্মগতও নয়, নয় নিজস্ব অর্জিত কিছু। কাজেই সেই ক্ষমতা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। পারে না আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো কাজে তা প্রয়োগ করতে।

যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণ এসেছেন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠার জন্যই। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। নাবী-রাসূলগণ ছিলেন সে আইনের বাস্তবায়নকারী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

“(হে শায়তান), আমার বান্দাহদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য নেই। (হে রাসূল, জেনে রেখো!) তোমার রবের আধিপত্যই যথেষ্ট।”[৯]

---

৬. আত্ তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা.নং:১৪৭৯৫; ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, (কিতাবুল জিহাদ), খ.৭,পৃ.৭৩৭

৭. বুখারী, আস-সাহীহ, [কিতাবু আখবারিল আহাদ], হা.নং: ৬৭১৬; মুসলিম, আস-সাহীহ, [কিতাবুল ইমারাত], হা. নং: ৩৪২৪

৮. বুখারী, আস-সাহীহ, [কিতাবুল আহকাম], হা.নং: ৬৬১১; মুসলিম, আস-সাহীহ, [কিতাবুল ইমারাত], হা. নং: ৩৪২৩

৯. আল-কুর’আন, ১৭, সূরা বানী ইসরা’ঈল : ৬৫

মাদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রয়োগকারী ছিলেন। আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তিনি ছিলেন মাদীনা রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। বস্তুত মাদীনা রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলা ছিলেন সার্বভৌমত্বের অধিকারী আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কার্যত বাস্তবায়নের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ

"(হে নাবী,) পূর্ণ সত্যতার সাথে আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহর দেখানো সত্যালোকের মাধ্যমে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পার।"[১০]

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ

"আর আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে ফায়সালা কর। তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করো না। সাবধান থেকো, তারা যেন তোমাাকে ফিতনায় নিমজ্জিত করে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান থেকে এক বিন্দুও বিভ্রান্ত করতে না পারে।"[১১]

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"(হে নাবী), বলে দাও, আমি এ কিতাবকে নিজের তরফ থেকে বদলাবার অধিকারী নই। আমি তো কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই, তা হলে আমার কঠিন দিন সম্পর্কে ভয় হয়।"[১২]

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং কার্যত সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য মাঝে মাঝে দেখানো হয়। তবে এটা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের এ দু দিক বা রূপ দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। এটি যেন ছবির দুটি দিক, যেন এপিঠ ওপিঠ এবং এ দুয়ের সমন্বয়েই ইসলামী সার্বভৌমত্বের আসল রূপ ফুটে ওঠে। ইসলামে আইনগত সার্বভৌম আল্লাহ এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান রাষ্ট্রের চূড়ান্ত নির্দেশ বা আইনের আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত আইন দেশের বিচারালয়ে স্বীকৃত হয়ে কার্যকর হয়। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানসহ প্রশাসনের সবাই আল্লাহর আইনের অধীন। রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর আইনের বরখেলাফ কিছু করলে বিচারালয় তাকে যে কোনো শাস্তি দিতে পারে। বিচারক আল্লাহর আইনের প্রতিনিধি হিসেবেই বিচার করবে। বস্তুত এটাই আইনের শাসন, যা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং মানুষ মূলত আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করণের কার্যই সম্পাদন করবে।

---

১০. আল-কুর'আন, ৪, সূরা আন- নিসা' : ১০৫
১১. আল-কুর'আন, ৫, সূরা আল-মা'য়িদাহ : ৪৯
১২. আল-কুর'আন, ১০, সূরা ইউনূস : ১৫

সার্বভৌম আল্লাহর আইনকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করে রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনকল্যাণকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবর্তমানে ঈমানদার ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিলে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হবে তাঁরই বিধানসমূহ বাস্তবে কার্যকর করা। অন্য কথায় এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হবে আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করণের যন্ত্রমাত্র। এ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হবে আল্লাহর। আল্লাহর এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা ইসলামী শারী'আহর প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই বিমূর্ত হয়ে ওঠে।

মানুষ যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো আইন প্রণয়ন করে বা তার বিপরীত কোনো ফরমান বা অর্ডিন্যান্স জারি করে অথবা জাতির প্রতিনিধি রাষ্ট্রপ্রধান তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তা হলে এ অবস্থাসমূহে কাজটি শারী'আতের সনদবিহীন বলে গণ্য হবে এবং তাদের ইখতিয়ার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা মানুষের ক্ষমতা হলো প্রয়োগের ও বাস্তবায়নের। তার ক্ষমতার সীমানা হচ্ছে আল্লাহর শারী'আতকে কার্যকর করার মধ্যে, কোনো নতুন শারী'আত বা শারী'আত বিরোধী আইন রচনা করে তা জারি করার মূলগতভাবেই তার কোনো অধিকার নেই।[১৩]

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের স্বাধীনতা

কেউ এ আপত্তি তুলতে পারে, আল্লাহ তা'আলাকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী মেনে নেয়ার অর্থই হলো, তিনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও আত্মার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছেন। এর জবাব হলো, আল্লাহ তা'আলা যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছেন, সেটা মানুষের স্বাভাবিক ও জন্মগত স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য নয়; বরং তা রক্ষা করার জন্যই রেখেছেন। মানুষকে বিপথগামী হওয়া ও নিজের পায়ে কুড়াল মারা থেকে রেহাই দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র সম্পর্কে দাবী করা হয় যে, তাতে গণসার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু উক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে এই দাবীর অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। যে জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটা রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তারা সবাই স্বয়ং আইন প্রণয়নও করে না, তা কার্যকরও করে না। কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তারা বাধ্য হয়, যাতে ঐ ব্যক্তিবর্গ তাদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এ সকল ব্যক্তি জনগণের উপকারার্থে নয়; বরং নিজেদের ব্যক্তিগত, দলীয় ও শ্রেণীগত স্বার্থের তাকিদেও অনেক সময় আইন রচনা করে। অতঃপর জনগণের দেয়া ক্ষমতা বলেই এ সব গণবিরোধী আইন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। এভাবে কোনো এক পর্যায়ে পৌঁছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বেচ্ছাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে।[১৪]

যদিও মেনে নেয়া হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের

---

১৩. আস-সিয়াসাতু ফিল ইসলাম, পৃ. ১২৪-১২৯

১৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হার্ন শ (Hearnshaw) বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন সব সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে।" কথায় বলা হয়, Absolute majority is tantamount to monarchy-"ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাজতন্ত্রের অনুরূপ।" (মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২)

ইচ্ছানুসারে আইন প্রণীত হয়ে থাকে, তথাপি অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ নিজেরা নিজেদের ভাল-মন্দ পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম নয়। মানুষের এটা স্বাভাবিক দুর্বলতা যে, নিজের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবতার কিছু দিক সে উপলব্ধি করতে পারে এবং কিছু উপলব্ধি করতে পারে না। এজন্য তার সিদ্ধান্ত সাধারণত একপেশে হয়ে থাকে। ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা তার ওপর কখনো এতো প্রবল হয়ে ওঠে যে, সে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল জ্ঞানগত ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ও মতামত খুব কমই গ্রহণ করতে পারে। এর প্রমাণ হিসেবে বহু উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে দীর্ঘ সূত্রিতা এড়ানোর জন্য আমেরিকার মদ নিষিদ্ধকরণ আইনের উদাহরণটি তুলে ধরছি। যুক্তি, বুদ্ধি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিগুলোর ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। এ তথ্যের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের জোরেই যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে শাসনতন্ত্রের ১৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে মদকে অবৈধ ঘোষণা করে আইন পাশ করা হয়। আবার ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে শাসনতন্ত্রের ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববতী আইন বাতিল করে মদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। যে জনতার রায়ে মদকে একসময় হারাম করা হয়েছিল, তাদের রায়েই পুনরায় তাকে হালাল করা হলো। মদকে হারাম থেকে হালাল করার কারণ এই ছিল না যে, তাত্ত্বিক ও যৌক্তিকভাবে মদ খাওয়া উপকারী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল; বরং এর একমাত্র কারণ এই ছিল যে, জনগণ তাদের জাহিলী প্রবৃত্তির লালসার গোলামে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের সার্বভৌমত্বকে নিজ নিজ প্রবৃত্তির কাছে সমর্পন করেছিল, আপন কামনা-বাসনাকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিল এবং এই খোদার গোলামী করতে গিয়ে তারা যে আইনকে একদিন তাত্ত্বিক ও যৌক্তিকভাবে সঠিক মনে করেছিল, তাকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ তার নিজের জন্য আইন প্রণেতা (Legislator) হবার পুরোপুরি যোগ্যতা রাখে না। সে অন্যান্য প্রভুর গোলামী থেকে রেহাই পেলেও নিজের অবৈধ খায়েশের গোলাম হয়ে যাবে এবং নিজ প্রবৃত্তির পরিচালক শায়তানকে খোদা বানিয়ে নেবে। এ সব লোকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا .

"তুমি কি তাকে দেখনি, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বুঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতোই; বরং আরো পথভ্রান্ত।"[১৫]

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ

---

১৫. আল-কুর'আন, ২৫, সূরা আল-ফুরকান: ৪৩-৪৪

اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

"অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে নাও যে, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তিরই গোলামী করছে। আর যে আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে নিজ প্রবৃত্তির গোলামী করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।"[১৬]

সুতরাং মানুষের নিজ স্বার্থেই তার স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসঙ্গত সীমারেখা ও বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। এগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় 'হুদূদুল্লাহ' (আল্লাহর সীমারেখা) বলা হয়। জীবনের প্রত্যেক বিভাগে কতিপয় মূলনীতি, বিধি ও অকাট্য নির্দেশাবলীর সমন্বয়ে রচিত এই বিধি-নিষেধ সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারসাম্য ও সুষমতা বজায় রাখার জন্য আরোপ করা হয়েছে। এগুলো দ্বারা মানুষের স্বাধীনতার সীমা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে এবং বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই সীমারেখার মধ্যে থেকে তোমরা নিজেদের আচরণের জন্য প্রাসঙ্গিক বিধি প্রণয়ন করে নিতে পার। কিন্তু তোমাদের এই সীমা লঙ্ঘন করার অনুমতি নেই। এই সীমা অতিক্রম করলে তোমাদের জীবন বিপর্যয় ও বিকৃতির শিকার হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, সে নিশ্চয় নিজেরই অনিষ্ট করে।"[১৭]

উদাহরণস্বরূপ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের কথাই ধরা যাক। এতে আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি মালিকানার অধিকার নিশ্চিত করে, যাকাতকে ফারয করে, সূদকে হারাম করে, জুয়াকে নিষিদ্ধ করে, উত্তরাধিকার আইন জারি করে এবং সম্পদ উপার্জন, সঞ্চয় ও ব্যয় করার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে কয়েকটি সীমারেখা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মানুষ যদি এ সীমারেখাগুলো ঠিক রাখে এবং এগুলোর আওতাধীন থেকে লেনদেন ও কায়কারবার সংঘঠিত করে, তা হলে একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতাও বহাল থাকবে, অপরদিকে শ্রেণীসংগ্রাম এবং একশ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর আধিপত্যের সেই পরিবেশও সৃষ্টি হতে পারে না, যা শোষণ-নিপীড়নমূলক পুঁজিবাদ থেকে শুরু হয়ে শ্রমিকদের একনায়কত্বে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

অতএব, এ ক্ষেত্রে এ কথা খুব জোরালোভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এমন একটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান মানুষকে দিয়েছেন, যা তার স্বাধীনতার প্রাণশক্তিকে এবং তার চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় না; বরং তার জন্য একটা সুস্পষ্ট ও নির্ভুল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়, যাতে সে নিজের অজ্ঞতা ও দুর্বলতাবশত পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত না হয়। তার শক্তি ও প্রতিভাগুলো ভুল পথে অপব্যয় ও অপচয়ের শিকার হয়ে বিনষ্ট না হয়; বরং সে যেন নিজের সত্যিকার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে সোজাসুজিভাবে এগিয়ে যেতে পারে।[১৮] ■

---

১৬. আল-কুর'আন, ২৮, সূরা আল-কাসাস : ৫০
১৭. আল-কুর'আন, ৬৫, সূরা আত-তালাক : ১
১৮. আল্লামা মাওদূদী, ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, পৃ.৯৭-৯৯

যেসব কাজ লা'নত বা অভিশাপের কারণ হয়

প্রফেসর আর. কে. শাব্বীর আহমদ

আমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জীব। আল্লাহর আনুগত্য বা গোলামি করার জন্য আমাদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহতা'আলার ঘোষণা:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"বস্তুত, আমি জ্বিন এবং মানবজাতিকে শুধু আমার বন্দেগী বা গোলামি করার জন্য সৃষ্টি করেছি"।[১]

ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান কায়েমের প্রাণপণ চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আনুগত্যের নজির স্থাপন করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য অস্বীকার করে শয়তান বা তাগুতের (আল্লাহদ্রোহীর) পথ অনুসরণ করলে আমাদের ওপর আল্লাহর লা'নত, গযব বা অভিশাপ বর্ষিত হবে। দূর অতীতে আ'দ, সামুদ জাতি, ফিরআউন, নমরূদ, সাদ্দাদ, কারুন, হামান, আবু জাহেল, আবু লাহাব, হিটলার, জামাল আবদুন নাসের, কামাল আতাতুর্ক, সাদ্দাম, গাদ্দাফি, ইসরায়েল-ইহুদি এমনকি সাম্প্রতিক কালেও স্বেচ্ছাচারী, আল্লাহদ্রোহী জালেম, স্বৈরাচারী শাসকদের ওপর চরম শাস্তি ও লা'নত নেমে এসেছে। তারা অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছে।

আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসলের আনুগত্য মেনে ব্যক্তি ও সমাজ পরিচালনা করতে হবে। কবীরা গুনাহ ও শিরকমুক্ত থাকতে হবে।

আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ নিপতিত হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যেগুলো থেকে আমাদের নিরন্তর দূরে থাকতে হবে:

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয়ে তাঁদের কষ্ট দেওয়া

আল্লাহদ্রোহিতা ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা আরোপ, দীন প্রচারে বাধা ও নানা নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিলে আল্লাহর লা'নত নেমে আসে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত বর্ষণ করেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন অপমানজনক

১. সূরা আয যারিআত-৫৬

লাঞ্ছনাকর শাস্তি।”[২]

২. আল্লাহর কিতাবে কোনো সংযোজন বা বিকৃতি ঘটানো

আল্লাহ তা‘আলার কিতাব আল কুরআনে কোনো রদ-বদল বা বিকৃতি ঘটানো গর্হিত ও ধৃষ্টতামূলক কাজ। হাদীছে এসেছে, ৬ শ্রেণির লোকের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) লা‘নত করেন। তার এক শ্রেণি হলো, যারা আল্লাহর কিতাব আলকুরআনে কোনো কিছু সংযোজন করে ।”[৩]

৪. তাক্বদীর বা আল্লাহ-নির্ধারিত ভাগ্যের ভালো-মন্দকে অস্বীকার করা

রিযিকদাতা আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারিত তাক্বদীর বা ভাগ্যকে অস্বীকারকারী লানতপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত। হযরত ‘আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِي كَانَ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ يقدر الله والْمُتَسَلِّطَ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، وَيُذِلُّ مَنْ أَعَرُ اللهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللهِ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِتْرَتِي ما حَرَّمَ اللهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي–

‘ছয় ব্যক্তিকে আমি লা‘নত করি, আল্লাহ লা‘নত করেন এবং প্রত্যেক নবী লা‘নত করেছেন : আল্লাহর কিতাবে কোনো কিছু সংযোজনকারী,তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, শক্তিবলে ক্ষমতা দখলকারী। যে ক্ষমতার বলে সে আল্লাহ কর্তৃক অপদস্ত ব্যক্তিকে সম্মানিত করে এবং আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত সম্মানিত ব্যক্তিকে অপদস্ত করে, আল্লাহ তা‘আলা ঘোষিত নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে হালাল জ্ঞানকারী, আমার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা হারাম করেছেন, তাদেরকে হালাল জ্ঞানকারী এবং আমার সুন্নত বর্জনকারী।”[৪]

৩. আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে উপাসনা ও যবেহ করা:

আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোনো দেব-দেবী, মাজার বা পীর-মুরশিদেরের নামে ইবাদত-উপাসনা, যবেহ-কুরবানি করলে তা হারাম ও লা‘নতের পর্যায়ে পড়ে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَح لغير الله

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ-কুরবানি করলো, তার ওপর আল্লাহ তা’আলা লা’নত বর্ষণ করেন।”[৫]

৫. শিরক বা কুফরিতে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা

যে ব্যক্তি শিরক বা কুফরি অবস্থায় থাকার পর তাওবা না করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়,

---

২. সূরা আল আহযাব : ৫৭
৩. তিরমিযি, হাদিস-২১৫৪ |
৪. তিরমিযি, হাদিস-২১৫৪ (হাসান)
৫. সহীহ মুসলিম, হাদিস-১৯৭৮

তার ওপরে লা'নত বর্ষিত হয়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَا ، لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

যারা কুফরির (অস্বীকারকারী) নীতি অবলম্বন করেছে এবং কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত, ফেরেশত-াদের ও সমগ্র মানবতার লা'নত বা অভিশাপ।"[৬]

৬. ইসলামি শর'ঈ আয় বিদ'আত (ইবাদত মনে করে কোনো সংযোজন) এর প্রচার, প্রসার ঘটানো

মদিনা বা উম্মাহর যে কোনো দেশে বিদ'আতের প্রচার-প্রসার ঘটানো হলে সেখানে লা'নত নেমে আসে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،

"যে কেউ মদিনা (বা অন্য কোনো স্থানে) বিদ'আত বা নতুনকিছুর উদ্ভব ঘটালো অথবা কোনো বিদ'আতকারীকে আশ্রয় দিল তার ওপর আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষ লা'নত করেন।'[৭]

৭. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানি বা অমান্য, অবমাননা করা

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত ওহী, তাঁর আদর্শ ও কর্মনীতিকে নাফরমানি করে অমান্য, অবহেলাকারীকে আল্লাহর রাসূল লা'নত করেছেন। এ শ্রেণির মানুষেরা কিয়ামতের দিন একে অপরকে অভিশাপ দিতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا – وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا – رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

"যেদিন তাদের মুখমন্ডলসমূহ জাহান্নামের আগুনে ওলট-পালট করা হবে, তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতাম! তারা আরও বলবে, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের মেনে চলতাম। তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব, তাদের তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে কঠিনভাবে অভিশপ্ত করো।"[৮]

৮. অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানুষকে অস্ত্রের ভয় প্রদর্শন করা

যারা অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানুষকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার ভয় প্রদর্শন করে তাদের ওপর ফেরেশতাগণ লা'নত বা অভিশাপের বদদোয়া করেন। হাদীসে এসেছে,

---

৬. সূরা আল বাকারা-১৬১
৭. বুখারী, হাদিস নং ১৮৭০।
৮. সূরা আল আহযাব-৬৬-৬৮

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

'আমি আবু হুরাইরা রা. বলেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দিকে লৌহাস্ত্র দ্বারা ইশারা করে (ভয় দেখায়), ফেরেশতাগণ তার প্রতি লা'নত করেন, যে পর্যন্ত না সে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, যদিও তার সহোদর ভাই হয়।"[৯]

৯. অন্যায়ভাবে কারও ওপর জুলুম-অত্যাচার করা

জালিম বা অত্যাচারী শাসকদের ওপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

"তোমরা জেনে রাখো জালিমদের ওপর আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেন।"[১০]

১০. কিসাস বা দিয়াত সম্পাদনে বাধা দেওয়া

শর'ঈ বিধান হত্যার বদলে হত্যা বা রক্তমূল্য আদায়ে বাধা দিলে লা'নতের পরিণতি ভোগ করতে হয়। ইবনু আব্বাস রা. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মারূফ হাদিসে বর্ণনা করেন,

مَنْ قَتَلَ فِي عِمِيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصا فَعَلَيْهِ عَقْل الخطا، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

"যে ব্যক্তি অন্ধ বিদ্বেষ বা গোত্রীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে পাথর, চাবুক বা লাঠির আঘাতে হত্যাকাণ্ড ঘটায় তার ওপর ভুলবশত হত্যার দিয়াত বা রক্তমূল্য প্রদান অপরিহার্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা সংঘটিত করবে তার ওপর কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) বিধান কার্যকর হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মধ্যে হক বিচারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের ও সমগ্র মানবজাতির অভিসম্পাত নিপতিত হবে। তার ফরয ও নফল কোনো ইবাদতই কবুল হবে না।"[১১]

১১. কবরকে মাসজিদ বা সিজদার স্থানে পরিণত করে কবর পুজা ও শিরক করা

যে কেউ কবরের উপরে বা কবরকে সামনে রেখে সিজদা করলে সে লা'নত বা অভিশাপে নিপতিত হবে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এবং আয়িশা রা. বর্ণনা করেছেন,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى،اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

---

৯. মুসলিম, হাদিস-২৬১৬

১০. সূরা হুদ-১৮

১১. ইবনু মাজাহ, হাদিস-২৬৩৫; সহীহুল জামে', হাদিস-২১৯৫

আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও নাসারাদের উপর লা'নত করেছেন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।"[১২]

১২. সমকামী বা সমলিঙ্গের যৌন চর্চা

পুরুষে-পুরুষে ও নারীতে-নারীতে বিকৃত যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য লজ্জাস্থান ব্যবহার করাকে সমকামিতা বা বিকারগস্ত যৌন চর্চা বলে। যা যুগে যুগে অভিশাপ ডেকে আনে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **مَلْعُونٌ مَن عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ**

"যারা লুত জাতির মতো সমকামী কাজে লিপ্ত হয়, তাদের ওপর লানত বর্ষিত হোক।"[১৩]

১৩. স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে বা পায়ুপথে সহবাসের মতো গর্হিত কাজ করা

যে সব বিকৃত যৌনাচার স্বামী তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া পায়ুপথে যৌন সহবাস করার মতো ঘৃণিত কাজ করে তাদের ওপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত, অভিসম্পাত করেছেন। তাঁর ঘোষণা:

مَلْعُونٌ مَن أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

"যে স্বামী স্ত্রীর পেছন পথ গুহ্যদ্বারে সহবাস করে সে মালউন অর্থাৎ অভিশপ্ত।"[১৪]

১৪. ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ে লা'নতপ্রাপ্ত

'আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন, ঘুষের লেনদেনে লা'নত বর্ষিত হয়। হাদিসে বর্ণিত,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

"রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার ওপর লা'নত করেছেন।"[১৫]

১৫. হিল্লা বিয়ে দেওয়া এবং যার জন্য দেওয়া হয়, তারা লা'নতের উপযোগী

তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে শর্তসাপেক্ষে সাময়িক বিয়ে প্রদানকে হিল্লা বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কাজে আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়। উকবাহ ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ» ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»

"আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে পাঁঠা সম্পর্কে জানাবো না? তারা বললেন, জী, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন, সে হলো হালালকারী (তিন তালাক কার্যকর হওয়ার পর

---

১২. বুখারি, হাদিস-৪৩৫
১৩. তিরমিযি, হাদিস-১৪৫৬
১৪. আবু দাউদ, হাদিস-২১৬২, হাসান
১৫. আবু দাউদ, হাদিস-৩৫৮০

যে ব্যক্তি পূর্ব স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রীকে হালাল করে দেওয়ার জন্য সাময়িকভাবে তাকে য়িয়ে করে)। আল্লাহ তা'আলা হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয়, তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।"[১৬]

১৬. পুরুষের বেশধারী নারী ও নারীর বেশধারী পুরুষের পরিণতি

যে নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করে পুরুষের মতো চলাফেরা করে আর যে নামধারী পুরুষ নারীদের পোশাক পরে নারীদের মতো চাল-চলন প্রদর্শন করে তাদের ওপর লা'নত বর্ষিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

"রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধ-ারী নারেীরকে অভিশাপ করেছেন।"[১৭]

১৭. মাদক সংশ্লিষ্টদের ওপর লা'নত

মদ পান, মদ বহন, মদ বিক্রেতা প্রভৃতি কাজে সংশ্লিষ্টদের ওপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হয়। আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন,

" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ "

"মদের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণির মানুষকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত বা অভিসম্পাত করেছেন। মদ প্রস্তুতকারী, প্রস্তুত করার নির্দেশদাতা, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য বহন করা হয়, যে অন্যদের মদ পান করায়, মদ বিক্রেতা, মদের মূল্য গ্রহীতা, মদ ক্রয়কারী ও যার জন্য ক্রয় করা হয়।"[১৮]

গুল, জর্দা, তামাক, বিড়ি, সিগারেট, ভদকা, কোকেন প্রভৃতি নেশা উদ্রেককারী, তাই মদের অন্তর্ভুক্ত।

১৮. নারীদের ভ্রু প্লাগ করা ও নকল চুল লাগানো লা'নতের কারণ

নারীদের ভ্রু প্লাগ করা ও নকল চুল লাগানো কর্মে আল্লাহ তাআলার লা'নত বর্ষিত হয়। দ্রু প্লাগ করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটানো হলে আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য যে সব নারী উল্কি উৎকীর্ণ করে ও করায়, ভ্রু তুলে চিকন

---

১৬. আবু দাউদ, হাদিস-২০৭৬, হাসান
১৭. বুখারি, হাদিস-৫৮৮৫
১৮. তিরমিযি, হাদিস-১২৯৫

করে, দাঁত কেটে চিকন করে ও দাঁতের মাঝখানে ফাঁক করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন।”[১৯]

«لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ»

“যেসব নারী-পুরুষ পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যাকে লাগানো হয় আর যে সব নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে, যে উল্কি উৎকীর্ণ করায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অভিশাপ বা গযবে নিপতিত করেন।”[২০]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ “আমি তাদেরকে আদেশ করবো, তারা যেন (সক্ষম হলে) আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে দেয়।” -সুরা-আন নিসা, আয়াত-১১৯

আমরা আল্লাহ তা‘আলার রহমত প্রত্যাশী। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাঁর লা‘নত, অভিশাপ ও গযব থেকে হিফাযত করুন।

যুগে যুগে, দেশে দেশে আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহর বিধানের বিপরীত স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম ও স্বৈরাচারিতার পথ অবলম্বন করে যারা মানবতাকে বিপর্যস্ত করেছে, তারা আল্লাহর গযব ও লা‘নতের উপযোগী হয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছে। এমনকি আমাদের স্বদেশের জালেম, স্বৈরাচারী শাসকেরা আল্লাহদ্রোহিতা ও মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে আল্লাহর গযব ও অভিশাপের শিকার হয়ে নানাভাবে অপদস্ত, অপমানিত হয়েছে।

আল্লাহর গযব ও অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শ মোতাবেক ব্যক্তি ও সমাজকে পরিচালিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহর অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য উপরোল্লিখিত অপকর্ম থেকে আমাদের বিরত থেকে আল্লাহর রহমতপূর্ণ অনাচারবিহীন একটি সুখী-সমৃদ্ধ, পবিত্র ও নিষ্কলুষ বাংলাদেশ গড়ার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে শিরক ও যাবতীয় পাপমুক্ত থাকার মানসিকতা অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন! !■

লেখক: শিক্ষাবিদ, গবেষক, কবি ও গীতিকার

১৯. বুখারি, হাদিস-৫৯৪৮
২০. বুখারি, হাদিস-৫৯৩৭; মুসলিম, হাদিস-২১২৫; আবু দাউদ, হাদিস-৪১৬৯

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

মীযানুল করীম

ইরানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ শুরু তেহরানস্থ মার্কিন মিশনের শতাধিক স্টাফদের বছরের অধিককাল পারমাণবিক বন্দি করে রাখাকে কেন্দ্র করে, যা পরে পারমাণবিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়। এ নিয়ে দু'পক্ষের বিরোধ ২০১৫ সালে পারমাণবিক ইস্যুতে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া পর্যন্ত চলে। ট্রাম্পের আমলে ঐ চুক্তি নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়। কারণ চুক্তিটি ভেঙ্গে গিয়েছিল।

ইরান যেদিন বলেছে আমরা নিঃশর্ত চুক্তি করতে চাই। ঐ দিনই ইরানে হামলা হয়। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে গণ্য করা হয় ইরানকে। এর আগে ইরান লেবাননে হিযবুল্লাহ গেরিলা বাহিনীকে, সিরিয়ায় বাশার আল আসাদকে, ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদেরকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। তাই ইসরায়েল ইরানে হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কট্টরপন্থী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তেমনি ইসরায়েলের কট্টরপন্থী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ক্ষমতাসীন আছেন। এজন্যই ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে ইরানের বিরুদ্ধে নামাতে অসুবিধা হয়নি। নেতানিয়াহুও ইরানকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সর্বাত্মক সংঘাত চলছেই। সংঘাতের বেশ কয়েকদিন পরও একে অন্যের নানা লক্ষ্যবস্তুতে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে এ উত্তেজনা কুটনৈতিক উপায়ে নিরসনের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ক্ষমতাধর বেশ কয়েকটি দেশ। তবে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, ইসরায়েলের হামলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসবে না। একই সুরে কথা বলেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানও। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের আগ্রাসন নিঃশর্তভাবে বন্ধ করাই এ সংঘাত বন্ধের একমাত্র উপায়। আর ইরানের ক্ষেপনাস্ত্র বিশ্বের অনেককে আনন্দিত করেছে বলে অনিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। তবে চলমান এ সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়লে নরক নেমে আসবে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিকে, ইবানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে ১৭ জন আহত হয়েছিল। পাল্টা হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েলও। হামলায় ইরানের খোনদাব পরমাণু স্থাপনা ভবন

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশটির তিনটি মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ধ্বংস ও এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েল। অন্যদিকে, এ সংঘাত নিয়ে ইরানের অনুরোধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক হয়েছে। জেনেভায় ইউরোপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি তুরস্কে ওআইসির সম্মেলনেও যোগ দিয়েছিলেন।

হামলা বন্ধ না হলে আলোচনা নয়:

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত থাকায় ইরান এই মুহূর্তে কারও সঙ্গেই আলোচনার জন্য প্রস্তুত নয়। ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে জেনেভায় যাওয়ার আগে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে এসব কথা বলেন আরাঘচি। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা আরাঘচির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা চায়, তারা কয়েকবার বার্তাও পাঠিয়েছে। কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে বলেছি, আগ্রাসন না থামা পর্যন্ত কোনো আলোচনা হওয়ার সুযোগ নেই। ইসরায়েলের এ অপরাধের শরিক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের কোনো আলোচনা নেই। আরাঘচি আরও বলেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি, তারপরে অন্যান্য দেশ নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবে বলেই আমার মনে হয়।

ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধই সংঘাত থামানোর উপায়ঃ

ইরানের প্রেসিডেন্ট- মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইসরায়েলের আগ্রাসন নিঃশর্তভাবে বন্ধ করাই এ সংসাত বন্ধের একমাত্র উপায়। পেজেশকিয়ান এক্সে দেওয়া পোস্টে লিখেছেন, আমরা সবসময় শান্তি ও স্থিতিশীলতা চেয়েছি। চলমান চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের অবসানের একমাত্র পথ হলো শত্রুর আগ্রাসন নিঃশর্তভাবে বন্ধ করা এবং জায়নিস্ট সন্ত্রাসীদের দুঃসাহসিক তৎপরতা চিরতরে বন্ধের সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা। আলজাজিরার খবরে বলা হয়, ইরানের প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসন যদি থামানো না যায়, তাহলে ইরান আরও কঠোর জবাব দেবে। সেই জবাব এখন হবে, যা আগ্রাসনকারী এ দেশের উপর হামলার জন্য অনুতপ্ত হবে।"

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বিশ্বের অনেককে আনন্দিত করেছেঃ

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি এক্স পোস্টে-একটি ভিডিও শেয়ার করে জানিয়েছেন, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বিশ্বের অনেককে আনন্দিত করেছে। খামেনির পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলের উপর ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর মানুষের উল্লাস এবং সেসব ক্ষেপনাস্ত্রের ফলে তেল আবিবে সৃষ্ট ধ্বংসের চিত্র। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা চাওয়া ইসরায়েলের দুর্বলতার লক্ষণ বলেও মন্তব্য করেন খামেনি।

ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ছিল:

যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে যোগ দেয়, তাহলে পুরো অঞ্চলটির জন্য তা নরক হয়ে উঠবে- এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইদ খাতিবজাদে। বিবিসিকে তিনি বলেছিলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ নয় আর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি এতে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে তিনি চিরকাল এমন একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে পরিচিত হবেন, যিনি এমন এক যুদ্ধে ঢুকে পড়েছিলেন যার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এ সংঘাতকে অচলাবস্থায় পরিণত করবে, আগ্রাসন আরও বাড়াবে এবং নৃশংস বর্বরতার অবসান বিলম্বিত করবে।

ইসরায়েলে ক্লাস্টার বোমা বহনকারী ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়েছে ইরান

ইরান ক্লাটার বোমা বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলছে, ইরান ইসরায়েলে অন্তত একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে যাতে ক্লাস্টার বোমা ছিল। এর লক্ষ্য হলো, বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সংঘাত শুরুর পর ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার হয়েছে এবারই প্রথম। তবে ইসরায়েলি সামরিক কর্মকর্তারা আর কোনো তথ্য দেননি এ দাবি নিয়ে। ইসরায়েলি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে সেনাবাহিনীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রের- ওয়ারহেডটি প্রায় চার মাইল উচ্চতায় বিভক্ত হয়ে মধ্য ইসরায়েলের প্রায় পাঁচ মাইল জুড়ে অন্তত ২০টি আঘাত করেছে।

'শান্তির দূত' হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হোয়াইট হাউসে ফেরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান ও ইসরায়েলের চলমান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে ফেলতে নাটকীয় পদপেক্ষ নিয়েছেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা তো দূরের কথা, ট্রাম্প এখন এমন একটি অঞ্চলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যেটি-আরো বড় যুদ্ধের দ্বারে আছে- এমন একটি যুদ্ধ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার পর ট্রাম্প জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, অভিযানটি দিল এক 'আসামান্য সাফল্য'। তার আশা, এই পদক্ষেপ আরো স্থায়ী শান্তির দরজা খুলে দেবে, যেখানে ইরানের আর পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে ইবান বলছে, তাদের শক্তিশালী ফোর্সো পারমাণবিক কেন্দ্রের সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

ট্রাম্প ইরানকে সতর্ক করে বলেন, তেহরান যদি পারমাণবিক কর্মসূচি বাদ না দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে তারা অনেক ভয়াবহ হামলার মুখোমুখি হবে। তিনি বলেন, 'অনেক টার্গেট এখনো বাকি আছে এবং আমেরিকা গতি, নির্ভুলতা এবং দক্ষতার সঙ্গে সেদিকেও যাবে।' ট্রাম্পের এমন বাহাদুরি সত্ত্বেও ইরানে ওয়াশিংটনের অব্যাহত

সামরিক সম্পৃক্ততা যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের জন্য খারাপ পরিস্থিতি বয়ে আনতে পারে। আর যদি ইরান প্রতিশোধ নেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রও জবাব দিতে বাধ্য হতে পারে।

ট্রাম্প ইরানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্য দুই সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই দিন পরই ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তাই ট্রাম্পের ঐ বক্তব্য কি একটি ভান ছিল, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং চলছে।

ট্রাম্পের আশা, মার্কিন হামলা ইরানকে আলোচনার টেবিলে আরো বেশি ছাড় দিতে বাধ্য করবে। কিন্তু এটির সম্ভাবনা খুব কম। কারণ যে দেশটি ইসরায়েলি হামলার সময় আলোচনায় রাজি নয়, তারা মার্কিন বোমা পড়ার পর আরো আগ্রহী হবে, এমনটি ভাবা সমীচীন নয়।

যদিও ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণটি ছিল সফল অভিযান। কিন্তু বাস্তবে যদি তা না হয়, তাহলে আবারও আক্রমণ করার জন্য চাপ বাড়বে অথবা ন্যূনতম সামরিক লাভের জন্য গুরুতর রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে হবে।

ইরানের তিনটি প্রধান পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার একদিন পরই ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে ব্যাপক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। ইসরায়েলের বিমান হামলায় তেহরান বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে। অন্যদিকে ইসরায়েলের সরকারি ও সামরিক স্থাপনায় পাল্টা আক্রমনের কথা জানিয়েছে ইরান। তেহরানের পাঠানো ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের বিশাল বহরের অভিযানে ইসরায়েলের বেশ কয়েকটি শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। কাতারের মার্কিন খাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরান। এ পরিস্থিতিতে আকাশ পথ সাময়িক বন্ধ রেখেছিল কাতার।

ইরানের পরমাণু স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলার পর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে দ্রুত যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার আরব মিত্রদের মাধ্যমে ইরানের কাছে তেল আবিবের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। আরব ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বরাতে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জবাব দেয়া ছাড়া ইরান অভিযান শেষ করতে চায়নি।

এরপরই ইসরায়েলের বিভিন্ন জায়গায় আটটি ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়েছিল ইরান। ইসরায়েলের ওয়াইনেট সংবাদ সংস্থার বরাতে এ খবর জানিয়েছিল আলজাজিরা। ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্যুৎ কোম্পানির কৌশলগত স্থাপনার কাছে একটি স্থাপনায় আঘাত হেনেছে। এতে ঐ এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্থ হয়। টাইমস অব ইসরায়েলের খবর বলা হয়েছিল, দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ইরানের হামলার সময় প্রায় ৩৫ মিনিট ধরে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে সাইরেন বেজেছিল।

১৩ জুন হামলা শুরুর পর থেকে লম্বা সময় ধরে আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে হয়েছে ইসরায়েলিদের। ইরানের আধা সরকারি তাসনিম সংবাদ সংস্থার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছিল আলজাজিরা।

ইসরায়েলে সবচেয়ে দীর্ঘ হামলা

ইসরায়েলের সাবেক বিচারপতি জ্যোসি বেইলিন বলেছেন, ইসরায়েলে সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে হামলা চালিয়েছিল ইরান। তেল আবিব থেকে আলজাজিরাকে বেইলিন বলেন, হতাহতের কোন ঘটনা ঘটেনি। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে ক্ষতির পরিমাণ স্পষ্ট নয়। বেইলিন আরো বলেন, দিনের বেলায় হমলা হয়েছে। সাধারণত হামলাগুলো রাতে ঘটে থাকে।' এই মন্ত্রী বলেন, আমাদের সামরিক বাহিনী স্পষ্টতই ড্রোনের একাংশ অকার্যকর করেছে। কিন্তু এরপর এটা নিশ্চিত যে, ইরানিদের কাছে প্রতিদিন, হামলা করার মতো যথেষ্ট ড্রোন আছে।

ইসরায়েলের হার্মিস ড্রোন ভূপাতিত

ইসরায়েলের হার্মিস ৯০০ ড্রোন ভূপাতিত করার ফুটেজ প্রকাশ করেছে ইরানের গণমাধ্যম। ইরানের সেনাবাহিনী সেগুলো ভূপাতিত করেছে বলে জানিয়েছে। দ্য লরেস্টান সংবাদ সংস্থা টেলিগ্রাম পোস্টে জানিয়েছে ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিস) অভিযানে খোররামবাদে এই অভিযান চালানো হয়েছিল।

সংঘাতে লিপ্ত উভয় দেশই সংবাদ মাধ্যমে অস্ত্রবিরতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। তবে দু'পক্ষই একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে হামলার অভিযোগ এনেছে। এর আগে ইসরায়েল ও ইরান একটি সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক ঘোষণায় জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইসরায়েল সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানে সব লক্ষ্য পূরণের পরই যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয় তেল আবিব। তবে এরই মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়ালুন লিকুদ পার্টির মধ্যে। এ যুদ্ধবিরতির তীব্র বিরোধিতা করেছেন পাটি সদস্য জান ইলাউজ। এদিকে, ইরান জাতিসংঘের পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বলে মনে করেছেন বিশ্লেষকরা। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০১৫ সালে হওয়া পরমাণু চুক্তিতে ইরানের ফেরার সম্ভাবনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াকভ। অন্যদিকে, ইরান-ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির খবরে বিশ্ববাজারে তেলের দাম প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে।

অস্ত্রবিরতিতে সম্মত ইরান-ইসরায়েল

ইবানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় অস্ত্রবিরতির যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে ইসরায়েল।

নেতানিয়াহুর উপর বিরক্ত ট্রাম্প

যুদ্ধবিরতির পরও ইরানের উপর ইসরায়েলের নতুন হামলার ঘটনায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রধামন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি 'বিরক্ত' হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আলজাজিরার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি ফিল লাভেল। তিনি বলেন, ট্রাম্প স্পষ্টতই নেতানিয়াহুর প্রতি খুবই বিরক্ত। এমনকি বলা যায়, তিনি নিজেকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার মনে করছেন। ইউরোপে একটি ন্যাটো সম্মেলনে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি বলেন, ইসরায়েল ও ইরান দুপক্ষই যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভেঙেছে, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ইসরায়েল ওই বোমাগুলো ফেলো না। তুমি যদি এটা করো, তা হবে (যুদ্ধবিরতির) বড় ধরনের লঙ্ঘন। পাইলটদের এখনই ঘরে ফেরাও।

ফের পরমাণু কর্মসুচি শুরু করছে ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলার কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আবার পরমাণু কর্মসূচি শুরু করতে যাচ্ছে ইরান। এই কার্যক্রম ফের পরিচালনা করার তোড়জোড় চলছে বলে দাবি করেছেন ইরানের আণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান মোহাম্মদ এসলামি। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা। মোহাম্মদ এসলামি বলেছেন, পরমাণু কর্মসূচি ও কেন্দ্রগুলোয় যে ক্ষতি হয়েছে, তা দ্রুত সারিয়ে তুলছে ইরান। এরপর সেখানেই পরিচালিত হবে পরমাণু কার্যক্রম। ইরানি সংবাদ মাধ্যম মেহের নিউজ বলেছে, এ সংক্রান্ত একটি বিবৃতিতে এসলামি বলেন, 'যেসব এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সেগুলো ঠিক করতে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এরই মধ্যে সেখানে যাওয়ার সব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। এবার নির্বিঘ্নে কাজ শুরু করতে চাইছে ইরান। ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও পাল্টাপাল্টি হামলা হয়েছে।'

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, তার দেশ 'চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ও 'শান্তি' কোনোটাই মেনে নেবে না। তিনি ইরানের ভূখণ্ডে যে কোনো মার্কিন হামলার গুরুতর অপূরণীয় পরিণতির' হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ইরান কারো কাছে আত্মসমর্পন করবে না। টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভাষণে খামেনি এ কথা বলেন। দেশটির সংবাদ সংস্থা তাসনিমের বরাত দিয়ে আলজাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

খামেনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তবের কথা উল্লেখ করে বলেন, যারা ইরান ও এর ইতিহাস জানে, তারা জানে, ইরানিরা হুমকির ভাষার প্রতি ভালো সাড়া দেয় না। আমেরিকানদের জানা উচিত যে, যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো সামরিক হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে অপ্রতিরোধ্য পরিণতি বয়ে আনবে।

এ দিকে ইসরায়েলের আরো একটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ভূ-পাতিত করার খবর জানিয়েছে ইরান। এ নিয়ে ইসরায়েলের পাঁচটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে দেশটি। অন্যদিকে ইসরায়েল ইরানের ৪০টি স্থানে হামলা চালানোর দাবি করেছে। এসব বিস্ফোরণে তেহরান কেঁপে ওঠে, যার মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রিফিউজ এবং অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র।

ইরানের বিরুদ্ধে দখলদার ইসরায়েলকে সামরিকভাবে সহায়তা না করতে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্কতা দিয়েছে রাশিয়া। দেশটির উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রায়েবকোভ বলেন, ইসরায়েলকে যদি যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সহায়তা করে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল হয়ে পড়তে পারে।

ইরানের নিরাপত্তাবাহিনী তেহরানের উপকণ্ঠে একটি তিনতলা বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ইসরায়েলের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ পরিচালিত একটি গোপন ড্রোন ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানার খোঁজ পেয়েছে। ইরানের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল প্রেস টিভি জনিয়েছে, ইরানি পুলিশ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যাতে দেখা যায়, সেখানে ড্রোনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, যেমন পাখা ও কাঠামোর অংশ আর ধাতব সরঞ্জাম রয়েছে। এসব যন্ত্রাংশ ড্রোন তৈরিতে ব্যবহৃত হত।

ইরানের সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, ওই বাড়ির ভেতরেই ড্রোন তৈরি হচ্ছিল। সেখানে যন্ত্রাংশ তৈরির সরঞ্জামও জব্দ করা হয়েছে। খবরে বলা হয়, ড্রোন কারখানার সন্ধান পাওয়ার সাথে ইসরায়েলের আগের একটি স্বীকারোক্তি মিলে যায়। পশ্চিমা গণমাধ্যম অ্যাক্সিওসের এক খবরে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল, মোসাদ কর্মকর্তারা আট মাস ধরে ইরানে ড্রোন পাচার করছিল, যাতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলোয় হামলা চালানো যায়।

এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিতঃ

ইরানের রাজধানী তেহরানের কাছে দখলদার ইসরায়েলের একটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এর আগে দখলদারদের আরো চারটি বিমান ভূপাতিত করার কথা জানিয়েছিল ইরান। নতুন করে আরেকটি যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি গত ১৮ জুন ইসরায়েলের আরো ১৪টি ড্রোনও ধ্বংসের তথ্য জানিয়েছে ইরান। যুদ্ধ বিমানটি ভারামিনে বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা ইরনা, যা তেহরানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ভারামিনের বিভাগীয় গভর্নর হোসেন আব্বাসি ইরনাকে বলেছেন, একটি ইসরায়েলি এ-৩৫ যুদ্ধবিমান ভারামিনের কাছে ভূপাতিত করা হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনী বিষয়টি তদন্ত করছে।' তবে বিমানটির অবস্থা বা পাইলট জীবিত আছে নাকি মারা গেছে তা স্পষ্ট করেননি হোসেন আব্বাসি। ইরানের পুলিশের মুখপাত্র সাঈদ মোন্তাজের আলমেহদি বলেছেন, ইসরায়েলি গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ১৪টি ড্রোন ধ্বংস

করে দিতে সমর্থ হন তারা। পুলিশের ৩ কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা ইরনাকে বলেছেন, ‘তেহরান, আলবোর্জ ও ইস্ফাহানের বিভিন্ন জায়গায় সুইসাইড ড্রোন উৎপাদনের কারখানা এবং বিস্ফোরক ডিভাইস শনাক্ত করে সেগুলো ধ্বংস করা হয়।’ এ ছাড়া ড্রোন বহনকারী তিনটি গাড়িও জব্দ করেছে ইরানি বাহিনী। অপর দিকে ইরাকেও ড্রোন বহনকারী গাড়ি জব্দ করা হয়েছে।

মিসাইল প্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে ইসরায়েলের

দখলদার ইসরায়েলের ইরানের মিসাইল আটকানোর ক্ষমতা কমে আসছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল। মার্কিন এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইসরায়েলের অন্যতম শক্তিশালী অ্যারো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ফুরিয়ে আসছে। অ্যারোর সক্ষমতা কমে আসায় ইরানের দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল আটকাতে বেগ পেতে হবে দখলদারদের। তবে ইসরায়েল ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেনি।

ইসরায়েলের সাথে ইরানের বিরোধ দীর্ঘদিনের। তারই জের ধরে গত ১৪ জুন যুদ্ধ শুরু হয়, যা চলে ২৪ জুন পর্যন্ত। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে আবির্ভূত হলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তার শক্তি আসল। ইসরায়েলের সাথে বিরোধের ক্ষেত্রে তিনি মূল ব্যক্তি। তিনি মাঝ পথে ইরানের সাথে যুদ্ধে জড়ান এবং সফলভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে যদিও তা ভঙ্গুর। অপর দিকে ইরান বিপুল ক্ষতি সত্ত্বেও নিজেকে সামলে নিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতি স্বীকার করবে না বলে ঘোষণা করেছে। ইরান জাতিসংঘের সাথে সব পারমাণবিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও উভয় পক্ষ তা লঙ্ঘনের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। ■

মাসিক পৃথিবী

(ইসলামী গবেষণা পত্রিকা)

নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

প্রশ্ন-১ ঃ সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি কোন সালাত আদায়কারীর সিনা বা বুক কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে ঘুরে যায় তাহলে তার সালাত হবে কি?

আবু হানিফ, মাদারীপুর

উত্তর ঃ সালাত আদায় করার সময় সালাত আদায়কারীর চেহারা বা মুখমন্ডল এবং বক্ষদেশ কিবলামুখী করে সালাত আদায় করা ফরয। কিন্তু কোন সালাত আদায়কারী সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি তার সিনা বা বক্ষদেশ কিবলার দিক থেকে অন্য কোন দিকে ফিরিয়ে নেয় বা ফিরে যায় তাহলে তার সালাত ফাসিদ বা বিনষ্ট হয়ে যাবে। তবে দুই অবস্থায় এর ব্যতিক্রম হবে।

এক. সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি কারো ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তিনি ওযু করার জন্য কাতার থেকে বের হয়ে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে মাসআলা হল- সালাত আদায় করা অবস্থায় কারো ওযু ভেঙ্গে গেলে কারো সাথে কোন প্রকার কথাবার্তা না বলে সোজাসুজি বেরিয়ে এসে ওযু করে সালাতে শামিল হয়ে যাবেন। ইতোমধ্যে যদি কোন রাক'আত ফেল না হয় তাহলে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে তিনি সালাত শেষ করবেন।

দুই. সালাতুল খউফ অর্থাৎ শত্রু সেনাদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় সালাত আদায় করা। হাদিসে এসেছে, শু'আইব (র) আয যুহুরী সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সালাত আদায় করেছেন অর্থাৎ খাউফের (ভীতির) সালাত? তিনি বলেন, আমাকে সালিম জানিয়েছেন যে, 'আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নাজদ এলাকায় যুদ্ধ করি। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই এবং সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়ান। একদল তার সঙ্গে সালাতে দাঁড়ান এবং অন্য একটি দল শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে যারা ছিলেন তাঁদের নিয়ে রুকূ ও দুটি সাজদা আদায় করলেন। এরপর এ দলটি যারা সালাত আদায় করেননি তাদের স্থানে চলে গেল এবং তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে এগিয়ে এলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে এক রুকূ ও দুই সাজদা করেন অতঃপর সালাম ফিরান। এরপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ান এবং নিজে নিজে একটি রুকূ ও দুইটি সাজদা করেন। (সহীহ আল বুখারি ,হাদিস নং ৯৪২)

সালাত আদায়কারী কোন ব্যক্তি তার মুখমন্ডল কিবলার দিক থেকে অন্য কোন দিকে ফিরালে তার বক্ষদেশ যদি কিবলার দিক থেকে অন্য কোন দিকে ফিরে যায় তাহলে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফতোয়া তাতার খানিয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯)

উপরিউক্ত হাদিস ও আলোচনা থেকে জানা গেল যে, উপরিউক্ত দুই অবস্থায় সালাত আদায়কারীর মুখমণ্ডল কিবলার দিক থেকে অন্য কোন দিকে ফিরে গেলে তাতে তার সালাত ফাসিদ বা বিনষ্ট হবে না। এছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় সালাত আদায়কারীর বুক

কিবলার দিক থেকে অন্য যেকোনো দিকে ফিরে বা ঘুরে গেলে তাতে তার সালাত ফাসিদ ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২ ঃ সালাত আদায় করার সময় সাজদায় গিয়ে যদি কোন মুসল্লির উভয় পা মাটি থেকে উঠে যায় অর্থাৎ শূন্য হয়ে যায় তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে কি?

সালমা আক্তার, বাগেরহাট

উত্তর ঃ মাথা তথা নাক ও কপাল এবং দুই হাত, দুই হাটু ও দুই পা একসাথে মাটিতে রেখে সাজদা করতে হয়। সাজাদায় যদি এই অঙ্গ গুলোর কোন অঙ্গ বিনা ওযরে মাটি থেকে উঠে যায় এবং এই অবস্থায় যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় শূন্যে থাকে তাহলে তার সালাত সহিহ শুদ্ধ হবে না বরং তার সালাত ফাসিদ ও নষ্ট হয়ে যাবে। এ সালাত তার পুনরায় আদায় করতে হবে। এই অঙ্গগুলোর মধ্যে দু'পা একটি অঙ্গ। সাজদায় দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটিতে লেগে থাকতে হবে। সাজদায় কারো যদি উভয় পা এইভাবে উঠে যায় যে, দু'পায়ের মধ্য থেকে কোন পায়ের আঙ্গুলগুলোর কোন অংশ মাটিতে না লেগে থাকে এবং তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় যদি এই অবস্থায় থাকে তাহলে তার এ সালাত সহিহ শুদ্ধ হবে না। তবে কারো পায়ের আঙ্গুলগুলো যদি বিনা ওযরে মাটি থেকে উঠে যাওয়ার সাথে সাথেই মাটিতে লাগিয়ে ফেলে তাহলে তার এ কাজটা মাকরুহ হবে। তবে এতে সালাত ফাসিদ বা নষ্ট হবে না বরং সালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩ ঃ মাসজিদে জামা'আতে সালাত হচ্ছে। ইমাম ও মুক্তাদী সবাই বসে তাশাহহুদ পড়ছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জামা'আতে শামিল হয়ে বসে তাশাহহুদ পড়া শুরু করেছেন। এমতাবস্থায় ইমাম তাকবীর বলে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন অথবা ইমাম সালাম ফিরালেন তখন ওই মুক্তাদির করণীয় কি? তিনি কি তাশাহহুদ পূর্ণ করে দাঁড়াবেন নাকি তখনই দাঁড়িয়ে যাবেন?

আবদুর রশিদ, বরগুনা

উত্তর ঃ তখন ওই মুক্তাদির করণী হবে, তিনি তাশাহহুদ আব্দুহু ওয়া রাসুলূহু পর্যন্ত পূর্ণ করে দাঁড়িয়ে যাবেন। ইমাম সাহেব তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ালে তার সাথে দাঁড়িয়ে বাকি সালাত শেষ করে ইমামের সালাম ফিরানোর পর ওই মুক্তাদী দাঁড়িয়ে তার বাদ পড়া সালাত পূর্ণ করে সালাত শেষ করবেন।

আর ইমাম সাহেব যদি ঐ বৈঠকেই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন তাহলে ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর ঐ মাসবুক মুক্তাদীর করণীয় হবে- তিনি তাশাহহুদ পূর্ণ করে থাকলে দাঁড়িয়ে যাবেন, আর তার তাশাহহুদ পূর্ণ না হয়ে থাকলে পূর্ণ করে দাঁড়িয়ে যাবেন। অত:পর একাকী সালাত আদায়কারীর মত সালাত আদায় করবেন।

প্রশ্ন-৪ ঃ হালাল প্রাণী যেমন গরু, ছাগল ইত্যাদি জবাই করার পর জানা যায় পেটে বাচ্চা রয়েছে। ইসলামী শরী'আ এ বাচ্চার ব্যাপারে কি বলে?

আসলাম হোসাইন, হালিশহর, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ গরু, ছাগল ইত্যাদি হালাল প্রাণী জবাই করার পর কখনো কখনো দেখা যায় ও জানা যায় পেটে বাচ্চা রয়েছে। পেট ফাড়ার পর বাচ্চা যদি জীবিত বের হয় তাহলে তার

বিধান হল, বাচ্চাটাকে জবাই করে তার গোশত খাওয়া। আর যদি বাচ্চা মৃত বের হয় তবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

হানাফী মাযহাবের বড় ইমাম, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এ বাচ্চা হালাল নয় এবং হানাফী মাযহাবের অপর দুজন ইমাম, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ এর মতে হালাল। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতা হলো না খাওয়া।

প্রশ্ন-৫ ঃ (ক) সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া কি হালাল? (খ) কাকড়া খাওয়া কি হালাল?

মাহমুদুর রহমান, কক্সবাজার

উত্তর ঃ (ক) ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে শুধু মাছ অর্থাৎ সব ধরনের মাছ খাওয়া হালাল।

(খ) কাকড়া খাওয়া হালাল নয়।

প্রশ্ন-৬ ঃ ছেড়ে দেয়া মোরগ-মুরগীর ঝুটা পানি কি পাক ও পবিত্র না কি নাপাক ও অপবিত্র?

আবুল হাসেম, মীরপুর, ঢাকা

উত্তর ঃ ছেড়ে দেয়া বিচরণশীল মোরগ-মুরগী পাক নাপাক সব ধরনের জিনিস খায়। এমনকি পায়খানাও খায়। নাপাক জিনিস খাওয়ার কারণে যেসব মুরগীর ঠোট নাপাক হওয়া নিশ্চিত, তাদের ঝুটা পানি যদি তা কোনো পাত্রে থাকে তাহলে সে পানি নাপাক হয়ে যাবে। মুরগীর ঠোট নাপাক হওয়া নিশ্চিত না হলে তার ঝুটা পানি মাকরূহ তানযিহী। এছাড়া সাধারণভাবে মোরগ-মুরগীর ঝুটা পাক ও পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। (আহসানুল ফাতাওয়া : খণ্ড-২, পৃ-৪৩)

প্রশ্ন-৭ ঃ কোন কোন সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ও হারাম এবং কোন্ কোন্ সময় সালাত আদায় করা মাকরূহ এবং কখন সালাত আদায় করা জায়েয?

নাসির উদ্দিন, নিমসার, কুমিল্লা

উত্তর ঃ একথা সকলেরই জানা যে, সূর্যোদয় ও অস্তের সময় এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সালাতা আদায় করা নিষিদ্ধ ও হারাম।

এছাড়া সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্যাস্তের আগে কিছু সময় এমন আছে যখন সালাত আদায় করা মাকরূহ। সেই সময়টা হলো-

সূর্যোদয়ের পরক্ষণে কিছুক্ষণ সময় এমন আছে যখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, চোখে ধা ধা লাগে না। এ সময়টা খুব কম। এটা হলো সূর্যোদয়ের পর পূর্ব দিগন্ত থেকে সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত। গবেষণা করে উলামায়ে কেরাম ঠিক করেছেন এ সময়টা হলো সূর্যোদয়ের পর নয় মিটিন। এ সময় সালাত আদায় করা মাকরূহ।

অনুরূপভাবে সূর্যাস্তের পূর্বেও কিছু সময় আছে যে সময়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ। সেই সময়টা হলো সূর্যাস্তের পূর্বে তের মিনিট।

তবে ঐ দিনের আসরের সালাত যদি কেউ আদায় না করে থাকেন তাহলে তিনি ঐ সময় ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় করবেন।

এ ছাড়া আসরের সালাত আদায় করার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের সালাত আদায় করার পর থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যোদয়ের পর নয় মিনিট পর্যন্ত কোনো নফল সালাত আদায় করা মাকরূহ।

উপরিউক্ত সময়গুলো ছাড়া দিন রাতের বাদবাকী সময়ে সালাত আদায় করতে কোনো বাধা নেই।

জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দেয়ার সময় দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছাড়া কোনো সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করার বিধান নেই। কেউ ইমামের খুতবা দেয়ার সময় মাসজিদে আসলে তিনি দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করে নেবেন। কেননা এ সময় ইমামের খুতবা শোনায় মনোযোগ দিতে হবে। এসময় ইমামের খুতবা শোনা জরুরী। এই তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দু'রাক'আত ছাড়া অন্য সালাত আদায় করা মাকরূহ।

প্রশ্ন-৮ ঃ কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে মাসজিদে এসে দেখেন ইতিমধ্যে ইমাম সাহেব প্রথম রাক'আত আদায় করে দ্বিতীয় রাক'আত শুরু করেছেন। ইমামের সালাম ফিরানোর পর উক্ত মুকতাদির দাঁড়িয়ে ছানা পড়তে হবে কি?

সাহিদা আলম, কুলাউড়া, সিলেট

উত্তর ঃ মনে রাখবেন, কিরা'আতের বেলায় মাসবুকের সালাত হবে, কোনো ব্যক্তি শুরু বা প্রথম থেকে সালাত আদায়কারীর মত। ইমামের সালাম ফিরানোর পর মাসবুক তার ছুটে যাওয়া বা বাদ পড়া রাক'আত (এক বা একাধিক) আদায় করার জন্য আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং দাঁড়িয়ে তিনি প্রথম সানা পাঠ করবেন। অত:পর বাদ পড়া অবশিষ্ট সালাত আদায় করবেন।

(রাদ্দুল মুহতার, বাবুল ইমামাহ মাতলাব ফীমা লাও আছনা বিররুকূয়ি ওয়াস সুজূদি...)

- ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ

মাহে রবিউল আউয়াল উপলক্ষে বিশেষ কমিশনে বই বিক্রয়

সম্মানিত ক্রেতাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাহে রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের বইগুলো নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রে পাইকারী ৪২% ও খুঁচরা ৩৫% কমিশনে বিক্রয় করা হবে।

এই অফার চলবে ২৫ আগস্ট ২০২৫ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

ডাক ও কুরিয়ার যোগে বই পাঠানো হয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

০১৭৪১-৬৭৭৩৯৯, ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

পবিত্র মাহে রবিউল আউয়াল উপলক্ষে বিশেষ কমিশনে বই কিনুন

এই অফার চলবে ২৫ আগস্ট ২০২৫ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে ক্রয় করুন

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	দারসুল কুরআন সংকলন-১-২	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৪৫/-
২	দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ	৪১০/
৩	দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩	ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া	৩৬০/-
৪	কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	১৭০/-
৫	আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	ড. মরিস বুকাইলি	১০০/-
৬	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
৭	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৪১২০/
৮	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২২০০/-
৯	সুনান আবু দাঊদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
১০	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২১৬০/-
১১	মুসনাদে আহমাদ (১)	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	৩৫০/
১২	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১৩৩০/-
১৩	শু'আবুল ঈমান	ইমাম বাইহাকী (র)	১২০/-
১৪	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪৫০/-
১৫	আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)	ড. আহমদ আলী	৭৫০/-
১৬	উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)	ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক	৩৫০/-
১৭	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২৩৪০/-
১৮	তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১১২০/-
১৯	ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৮০/-
২০	ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১৬০/-
২১	কবিরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী (র)	১৮০/-
২২	আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	৩৮০/-
২৩	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	৪২০/-
২৪	আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৮০/-
২৫	উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭৫/-
২৬	মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র)	৬০/-

২৭	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	১৪০/-
২৮	নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১০০/-
২৯	পর্দার আসল রূপ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৩০	দি সোর্ড অব আল্লাহ	লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.)	৩৫০/-
৩১	দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া	ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক	১৪০/-
৩২	মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
৩৩	মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	৬০০/-
৩৪	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
৩৫	আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৩৬	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৪০/-
৩৭	ইসলামী নেতৃত্ব	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৩৮	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	১৩০/-
৩৯	ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪০	সুদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪১	আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র)	৪২০/-
৪২	আল্লাহর পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৪৩	সফল জীবনের পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৪৪	রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি	ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ	৪০০/-
৪৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৬	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৭	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	২২০/-
৪৮	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-
৪৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	৩৫/-
৫০	আল্লাহর হক মানুষের হক	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৫০/-
৫১	ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক	৪০০/-
৫২	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৪০০/-
৫৩	নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩০/-
৫৪	রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১১০/-
৫৫	গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫)	সংকলিত	২১৯৫/-
৫৬	যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৫৭	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৬০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com